সংবিধান

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সংবিধান

১৫ মার্চ, ২০১৪ খ্রীঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ, ৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬-তে অনুষ্ঠিত নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশনে সংঘ সংবিধানের ঘোষণাপত্র, নিয়মাবলি, উপবিধি ও পরিশিষ্ট সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত ও গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
সংবিধানের ক্রমবিকাশ

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও ঐশ্বরিক আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া উইলিয়াম কেরী ও জন টমাস বঙ্গদেশে আসিয়া ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক আদর্শ ও নীতি প্রচার করেন। এই আদর্শ ও নীতি বাইবেলভিত্তিক, তাই বাইবেল স্থানীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা প্রথম কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। টমাস একজন চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে বঙ্গদেশে কয়েক বৎসর বসবাস ও বাংলা ভাষা কিছুটা করায়ত্ত করিয়া ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান এবং কেরীকে এদেশে আসিবার জন্য উৎসাহিত করেন। কেরীর সঙ্গে এদেশে ফিরিয়া আসিবার পথে জাহাজে টমাস বাইবেলের কিছু অংশ অনুবাদও করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ক্লার্ক, মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে বার্ণস্‌ডেন ও গ্রান্ট নামে অপর দুইজন মিশনারীও আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের জীবন এই দেশে দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মার্শম্যান ছাপাখানার কাজে পারদর্শী ছিলেন। কেরীর নেতৃত্বে কেরী-টমাস-ম্যার্শম্যান-ওয়ার্ড একটি আদর্শ কর্মীদলরূপে গঠিত হয়।

অনুবাদ-ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা দেখা দিয়াছিল ভাষার। যে বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণ কথা বলিত, সে কথ্য ভাষায় কোনো বই ছিল না। পক্ষান্তরে যে লিখিত ভাষায় (যেমন – সংস্কৃত ভাষা) বই লেখা ছিল, তাহা জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। মাত্র মুষ্টিমেয় লোক লিখিতে ও পড়িতে জানিত। ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ হইয়া বাংলা ভাষার এই সমস্যা দূর করা সহজ ছিল না। ভাষার রূপ, গঠন ও ব্যবহারিক প্রকৃতি অনুশীলন করিয়া কেরী বাংলা ব্যাকরণ সংকলন করেন। ভারতীয় অন্যান্য অনেক ভাষায়ও তিনি ব্যাকরণ রচনা

করিয়াছিলেন। লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ ও মুদ্রণ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ওই ক্ষুদ্র দলটি ব্যাকরণ ও বিবিধ পুস্তক প্রকাশ করেন। সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও খ্রীষ্টই যে সত্য ও মুক্তি পথ এই বিষয়ে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করাও তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাংলা ভাষার প্রকাশনা ক্ষেত্রে তাঁহারা একটি নূতন দিক উন্মোচন করেন, যে কাজের অগ্রগতি আজ পর্যন্ত বিঘ্নিত হয় নাই। ওই সময় গোত্র-বৈষম্য, সতীদাহ, শিশু বিসর্জন, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি অনেক প্রথা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইসব সামাজিক সমস্যার কথা ভাষায় প্রকাশের ফলে জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং শহর এলাকা পার হইয়া অনেক গ্রামে-গঞ্জে বিস্তৃত হইয়াছিল। শতাব্দীর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ভাষার এই পুনর্জন্ম এবং উহার বলিষ্ঠ প্রয়োগ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক বিস্ময়।

শোষণ, নির্যাতন, অবিচার ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্যাচারিত হইয়া এই সময় যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা ও অন্যান্য অনেক জায়গায় দলগতভাবে বহুলোক একজন সত্যগুরুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বরিশাল-ফরিদপুরের দলটির নাম ছিল কর্তাভজা। কাংগালী মোহন্ত ছিলেন দলের নেতা। এই সত্যের অন্বেষীরা প্রতিমা পূজা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতি বর্জন, এমনকি বিধাব-বিবাহ প্রচলনে সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রকাশিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তক বিভিন্নভাবে এইসব অনুসন্ধানকারীদের হাতে পৌঁছায় এবং তাহারা এই সকল পুস্তক হইতে মূল উৎসের সন্ধান করে। হাজার-হাজার অনুসন্ধানকারীর মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই ক্ষুদ্র অংশের অধিকাংশ আবার 'অপক্রম'বশত অথবা হতাশায় নিজ-নিজ ধর্মে ফিরিয়া যায়। যে ক্ষুদ্র অংশ থাকিয়া যায় – তাহাই আজ ব্যাপ্টিষ্ট তথা সমগ্র প্রোটেষ্ট্যান্ট মণ্ডলীর প্রথম যুগের সন্তান।

খ্রীষ্টের মুক্তিবাণীতে আকৃষ্ট হন কৃষ্ণ পাল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের গঙ্গা নদীতে উইলিয়াম কেরী কর্তৃক কৃষ্ণ পালের আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় অবগাহনের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশে ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর প্রথম সূত্রপাত ঘটে। কেরীর পুত্র ফিলিক্সও একই সঙ্গে অবগাহিত হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে শ্রীরামপুর ডেনিসদের নিকট হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে চলিয়া যায়। ইতিপূর্বে মোগল আমলের শাসনের অবসান হইয়াছে। নানাবিধ প্রশাসনিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলে দেশব্যাপী একটি অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ও শোষিত অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা কেরী ও তাঁহার সহযোগীদের কাজের অনুকূলে ছিল না।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ইগ্নেশিয়াস ফার্নান্ডেজের প্রচেষ্টায় দিনাজপুরের সাদামহলে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলী স্থাপিত হয়। ইহা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দ্বিতীয় মণ্ডলী। তিনিই এই মণ্ডলীর প্রথম পালক নিযুক্ত হন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল যশোহরের চৌগাছায় আরেকটি মণ্ডলী স্থাপিত হয়। ইহা বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলী। কৃষ্ণ পাল প্রথম প্রভুর ভোজ পরিচালনা করিয়াছিলেন। গ্রামের এই অংশটি খ্রীষ্টিয়ানপুর নামে পরিচিত ছিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মণ্ডলীর অনেক সদস্যকে 'অপক্রমণে'র জন্য বহিষ্কার করা হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে চৌগাছা হইতে মণ্ডলীটি যশোহর শহরের পুরাতন কসবায়, যেখানে বর্তমান ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলী রহিয়াছে, স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক মণ্ডলীসমূহের একটি সম্মিলনী গঠনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজে 'বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীসমূহের সম্মিলনী' (The Association of the Baptist Churches in Bengal) গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। পরবর্তীকালে এই সম্মিলনীই 'দক্ষিণাঞ্চল সম্মিলনী' নামে পরিচিত হয় বলিয়া ধারণা করা যায়। লক্ষীকান্তপুর, খাড়ি, মতিলয়

প্রভৃতি মণ্ডলী দক্ষিণাঞ্চল সম্মিলনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আনুমানিক ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা সম্মিলনী গঠিত হয়, যদিও ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বুঁচবুনিয়ায় প্রথম মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল-ফরিদপুর সম্মিলনী স্থাপিত হয়, কিন্তু বরিশাল শহরে মণ্ডলীর স্থাপনকাল ১৮২৮। ঢাকা (১৮২৯), নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, দয়াপুর, রায়পুরা ও উজলাবো (১৯০৩) মণ্ডলীসমূহের সমন্বয়ে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঢাকা সম্মিলনীর প্রথম উদ্বোধন হয়। ইতিপূর্বে ঢাকা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ভাগে ময়মনসিংহ, বিরিশিরি ও কুমিল্লায় যেসব মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল – তাহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ওই শতাব্দীর অষ্টম দশকে (১৮৮৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্টদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বদলিপুকুরে অনুষ্ঠিত 'বড় সভায়' রংপুর ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রঘোনাতে অনুষ্ঠিত সভায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মিলনী গঠিত হয়।

ভারপ্রাপ্ত মিশনারিগণই এই সব জেলাভিত্তিক সম্মিলনীর সভাপতি হইতেন। মিশনারি ব্যতীত ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সঙ্গে সম্মিলনীর সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্মিলনীর মধ্যে সামাজিক ও মাণ্ডলিক যাবতীয় কাজ নিজেরা পরিচালনা, স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি কাজের জন্য সম্মিলনীর মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইতো। তবে সম্পূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য মিশন ও সম্মিলনী যুক্তভাবে দায়িত্ব পালন করিতেন। প্রতিটি সম্মিলনী স্বতন্ত্র ও কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন ছিল। তবে বিশেষ-বিশেষ সময়ে কিছু-কিছু সম্মিলনীর প্রধানগণ সমবেত হইয়া আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয় সকল আলোচনা করিতেন। প্রথম মণ্ডলী স্থাপনের পরে একশত বৎসরের অধিক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত

আন্তঃমাণ্ডলিক বা জেলা সম্মিলনীর পারস্পরিক সম্পর্ক একটি সমঝোতার ভিত্তিতে পরিচালিত হইতো। এই অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া আরো দৃঢ় ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সকল দেশী এবং বিদেশী নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ছিলেন – তাঁহাদের মধ্যে আচার্য বিমলানন্দ নাগ ও আচার্য অমৃত লাল সরকার প্রধান ছিলেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সাতটি সম্মিলনীর প্রতিনিধিগণ যশোহরে সমবেত হইয়া একটি কেন্দ্রীয় সংঘ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ চার বৎসর বিভিন্ন সম্মিলনীর মধ্যে আলোচনার পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০-১২ মে বরিশালে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিনিধি সভার 'বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ' গঠিত হয়। সংঘের এই প্রথম সাধারণ সভায় অধিবেশনে বরিশাল-ফরিদপুরের ২১টি মণ্ডলী হইতে ৩৪ জন প্রতিনিধি, ঢাকার ৫টি মণ্ডলী হইতে ৬ জন, খুলনার মণ্ডলী হইতে ৪ জন, যশোর মণ্ডলী হইতে ৪ জন, কলিকাতা (শ্রীরামপুর ও হাবরাসহ) মণ্ডলী হইতে ৬ জন, দক্ষিণাঞ্চল (বিষ্ণুপুরসহ) মণ্ডলী হইতে ৪ জন, চট্টগ্রাম মণ্ডলী হইতে ১ জন ও পুর্ণিয়া মণ্ডলী হইতে ১ জন উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, ভারতীয় ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ও অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি রেভাঃ বিমলানন্দ নাগ, সম্পাদক রেভাঃ অমৃত লাল সরকারসহ ২০ সদস্যের একটি কার্যনির্বাহি কমিটি এই অধিবেশনে নির্বাচিত হয়। মণ্ডলীর মধ্যে একতা, সহযোগিতা, উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করা এবং ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারি সোসাইটির নিকট হইতে দায়িত্বভার গ্রহণ করা সংঘের প্রাথমিক কর্তব্য – এই কর্মসূচি সম্পাদক ঘোষণা করেন। কিন্তু ডাঃ হাওয়েলস রেভাঃ অমৃত লাল সরকারকে সংঘের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের জন্য ছাড়িয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে কার্যনির্বাহি কমিটি তাহার পরিবর্তে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগস্ট ঢাকা সম্মিলনীর প্রতিনিধি মিঃ কানাই লাল বাড়ৈকে সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও বিদেশী

মিশনারিদের মধ্যে মতপার্থক্য এই প্রথম প্রকাশ পায়। পরবর্তী বৎসর অক্টোবর মাসে সভাপতি রেভাঃ নাগ পদত্যাগ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের দ্বিতীয় সাধারণ সভায় রেভাঃ অনুকূল চন্দ্র ঘোষ সভাপতি ও ভরসাপুর মণ্ডলীর (কদম্‌দী) প্রতিনিধি মিঃ নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাসকে অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। যাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ, পরিশ্রম ও প্রেরণায় সংঘ গঠিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই প্রধান ব্যক্তি সংঘ গঠনের এক বৎসরের মধ্যেই অন্তরালে চলিয়া যান।

অধিকাংশ বিদেশী মিশনারি সংঘের অধীনে না থাকিয়া মিশনকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠানরূপে রাখিয়া কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় নূতন মিশনারি ও বিদেশী অর্থ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে। এই গুরুভার বহন করা সংঘের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও সংঘ সাহস সহকারে বরিশাল, খুলনা, ক্যানিং ও দক্ষিণাঞ্চলের কার্যভার গ্রহণ করে। লোক ও অর্থাভাবে আশানুরূপ কৃতকার্যতা লাভ করিতে না পারায় সংঘ নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সংঘের অনেক সমর্থনকারী এবং বরিশাল, খুলনা, ক্যানিং ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সম্মিলনী ব্যতীত অন্যান্য সম্মিলনী সংঘের কাজে পরোক্ষভাবে অসহযোগিতা শুরু করে। ১৯২২ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশন ও সংঘের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। অতঃপর ১৯৩১-এর ২-৬ এপ্রিল শ্রীরামপুর কলেজে অনুষ্ঠিত মিশন ও মণ্ডলীসমূহের প্রতিনিধিদের একটি যুক্ত সভায় মিশন এবং মণ্ডলীর দ্বৈতভাব ও পৃথক অস্তিত্ব কখনও কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হইতে পারে না এবং সংঘ গঠনের আবশ্যকতা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় – এই মর্মে একটি সংবিধান প্রণয়ন করিবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-২৮ মার্চ শ্রীরামপুর কলেজ মিশন, সংঘ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের সভায় একটি খসড়া সংবিধান আলোচিত, সংশোধিত এবং পরে বিভিন্ন সম্মিলনীতে আলোচনার জন্য

গৃহীত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতার কলিংগ মণ্ডলীতে এবং পরে ৩-৭ অক্টোবর শ্রীরামপুর কলেজে সংঘের সভায় সংশোধিত সংবিধান আচার্য বিমলানন্দ নাগ পাঠ করিলে সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই সংবিধান গ্রহণ করেন। 'বংগীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় – ইংরেজিতে 'বেঙ্গল ব্যাপ্টিষ্ট ইউনিয়ন'। জাস্টিস জে.কে.এ. বিশ্বাস সভাপতি এবং রেভাঃ ডাবলু ই. ফ্রেন্স সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানটি পুনরায় সংশোধিত হয়। সংবিধানের উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে – সংঘ একটি সাধারণ সভা দ্বারা পরিচালিত হইবে, কিন্তু এই সভার অধিবেশনকাল ব্যতীত অন্য সকল সময় সাধারণ সভা দ্বারা গঠিত একটি কাউন্সিলের ওপর সংঘ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকিবে। পর্যায়ক্রমে কাউন্সিল একটি কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন করিবে। সংঘের প্রশাসন সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত সভাপতি, সহকারী সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও প্রয়োজনবোধে একজন সহকারী সম্পাদকসহ ১৬-২১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহি কমিটির ওপর ন্যস্ত থাকিবে। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ব্যতীত অন্য সকলে অবৈতনিক হইবেন। কার্যনির্বাহি কমিটির সদস্যগণ পুনঃনির্বাচিত হইতে পারিবে। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারি সোসাইটির এই দেশীয় সেক্রেটারি এবং ফাইনান্স সেক্রেটারিও কার্যনির্বাহি কমিটির সদস্য থাকিবেন। সাধারণ সভায় সভ্য-মণ্ডলী ও সংঘের অঙ্গ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, সম্মিলনীর সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, কাউন্সিলের সকল সদস্য, সংঘের অনুমোদিত পালক ও কর্মচারী, সংঘের মধ্যে নিযুক্ত ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারি সোসাইটির সকল মিশনারি এবং কো-অপ্ট করা ব্যক্তিগণ থাকিবেন। নিম্নলিখিত সম্মিলনীসমূহ দ্বারা সংঘ ওই সময় গঠিত হইয়াছিল:

১. বরিশাল-ফরিদপুর সম্মিলনী

২. খুলনা সম্মিলনী

৩. ঢাকা সম্মিলনী

৪. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মিলনী
৫. রংপুর-জলপাইগুড়ি সম্মিলনী
৬. দিনাজপুর পুর্ণিয়া সম্মিলনী
৭. যশোর সম্মিলনী
৮. কলিকাতা ও শহরতলী সম্মিলনী
৯. চব্বিশ পরগণা সম্মিলনী

উল্লেখ্য, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি সংঘের দ্বিতীয় সাধারণ সভায় ক্যানিংকে একটি স্বতন্ত্র সম্মিলনীরূপে দেখা যায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চল সম্মিলনী ও ক্যানিং সম্মিলনী একত্রিত হইয়া চব্বিশ পরগণা সম্মিলনীতে রূপান্তরিত হয়। দিনাজপুর সম্মিলনীর প্রথম গঠনের তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তবে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত সংবিধানে ইহাকে সংঘের একটি সদস্য সম্মিলনীরূপে দেখা যায়। অনুরূপ যশোহর সম্মিলনীর প্রথম গঠনের সঠিক তারিখ পাওয়া না গেলেও ইহা সংঘের জন্ম (১৯২২) হইতে একটি পৃথক সম্মিলনীরূপে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট বৃটিশ শাসনের অবসানের পরেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ৭টি সম্মিলনী কয়েক বৎসর যাবৎ বংগীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রাখিয়া চলে, অবশ্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পায়। কলিকাতা প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল বলিয়া এই বিভাজন দীর্ঘায়িত হয়। অতঃপর ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-২৮ অক্টোবর বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সাধারণ সভায় পাকিস্তান ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ (ইংরেজিতে ব্যাপ্টিষ্ট ইউনিয়ন অফ পাকিস্তান) নামে একটি সংবিধান গৃহীত হয়। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা কর্তৃক এই সংবিধান সংশোধিত হয় এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান ব্যাপ্টিষ্ট সংঘকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন পূর্বের ন্যায় রক্ষিত থাকে। মৌলিক কোনো পরিবর্তন না হইলেও নূতন সংবিধানে সাধারণ সভা, কাউন্সিল

ও কার্যনির্বাহি কমিটির কর্তব্য, দায়িত্ব এবং শাসনপ্রণালি অধিকতর স্পষ্ট ও ব্যাপক ছিল। সাধারণ সভা ও কাউন্সিল ২ বছরের জন্য স্থায়ী, তবে কাউন্সিলের সভা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইতো। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি অবৈতনিক এবং ২ বৎসরের জন্য, কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক অবৈতনিক অথবা বৈতনিক এবং তাহাদের কার্যকাল ৪ বৎসর ছিল। কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক একই ব্যক্তি হইতে পারিতেন। তাহাদের নির্বাচনের স্থান সাধারণ সভা। ইহা ছাড়া সভা পরিচালনা, নির্বাচন পদ্ধতি, সংবিধান সংশোধন, অর্থের আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি নানা বিষয়ে নির্দেশনা সংবিধানে যুক্ত করা হয়। মণ্ডলী ও সম্মিলনীর ভিত্তি, গঠন, দায়িত্ব, বাধ্যতা ও সহযোগিতার নিয়মাবলি সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। এ সময় পাকিস্তান ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের অধীনে ৭টি সম্মিলনী বা ইউনিয়ন ছিল, যথা বরিশাল-ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, ঢাকা, দিনাজপুর, রংপুর এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬-৮ জানুয়ারি বরিশালে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা, বরিশাল-ফরিদপুর সম্মিলনীকে পৃথক করিয়া বরিশাল সম্মিলনী ও ফরিদপুর সম্মিলনী নামে চিহ্নিত করে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্মলাভের ফলে সংঘের নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩-৫ জুন বরিশালে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা পাকিস্তান ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ নাম পরিবর্তন করিয়া বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ নাম রাখে। এইরূপ ৩-৪টি সংশোধন ভিন্ন ১৯৫৫ হইতে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বড় রকমের আর কোনো সাংবিধানিক পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে বাংলাদেশের জন্মলাভের পর হইতে নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পূর্বের সংবিধান পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় সম্মিলনীসমূহের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি নূতন

সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বরিশালে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের নূতন সংবিধান গৃহীত হয়।

নূতন সংবিধানে পূর্বের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক আদর্শের কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই, কিন্তু প্রশাসনিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন করা হয়। কাউন্সিল সভাকে বিলুপ্ত করা হয়, সম্পাদকের দায়িত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় – প্রশাসনিক ও পালকীয়। প্রশাসনিক কাজের জন্য সাধারণ সচিব ও পালকীয় কাজের জন্য সাধারণ পালক প্রধান এবং কোষাধ্যক্ষ পদকে অর্থসচিব নাম দেওয়া হয়। সংঘের মূল দায়িত্ব চারটি বোর্ড, যথা – পালকীয় ও প্রচার বোর্ড, অর্থ বোর্ড, প্রতিষ্ঠান বোর্ড এবং সামাজিক, স্বাস্থ্য, অর্থ ও উন্নয়ন (সংক্ষেপে শেড) বোর্ড এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। সম্মিলনীতে নিযুক্ত মিশনারিকে 'এলাকা পালক প্রধান' নামে চিহ্নিত করা হয়। তাহার পূর্বের দায়িত্বকে এলাকা পালক প্রধান ও এলাকা সম্পাদকের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ইহা ছাড়া খুলনা ও যশোহর সম্মিলনীদ্বয়কে একটি সম্মিলনীতে রূপান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫-৬ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা ওই সম্মিলনীকে আবার পৃথক করিয়া খুলনা সম্মিলনী ও যশোহর সম্মিলনীরূপে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর কার্যনির্বাহি কমিটি লিবেনজেল মিশনকে সংঘের কাজ করিবার অনুমতি দেয় এবং ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুন ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সহযোগিতামূলক কাজের সূচনা করা হয়।

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের বৈদেশিক অনুদান অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কার্যনির্বাহি কমিটি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন বোর্ড, সংক্ষেপে 'সিব' গঠন করে এবং ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সরকার দ্বারা উহা রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এই

উভয় বিষয়ই সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা না হইলেও সম্পূর্ণ সাংবিধানিক বিধিভুক্ত।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানে যদিও সংঘের মূল আদর্শ অক্ষুণ্ন রহিয়াছে তথাপি একটি কার্যকরী দলিল হিসেবে এর স্পষ্টতা ও প্রয়োগযোগ্য নির্দেশনার অভাবে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় নাই। সংঘের মধ্যে সাধারণ সচিব ও সাধারণ পালক প্রধান এবং সম্মিলনীতে এলাকা সম্পাদক ও এলাকা পালক প্রধান – এই উভয় ক্ষেত্রে উভয়ের দ্বৈত কার্যক্রম দেশীয় ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলিয়া বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সংঘ ও উহার অঙ্গসংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীগণকে (পালকসহ) তাহাদের কর্তব্যের জন্য সাধারণ সচিবের নিকট সরাসরি কোনো জবাবদিহি করিতে হয় না। পালকীয় তত্ত্বাবধানে ও মণ্ডলীর স্বাবলম্বনের ওপর বিশেষ জোর দিয়া ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সংবিধান গৃহীত হইয়াছিল, উহা অগ্রগতিকে আশানুরূপ ত্বরান্বিত করে নাই।

এইরূপ নানাবিধ কারণে সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটি ২২ জুন ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে একটি সংবিধান কমিটি গঠন করে এবং পূর্বের সংবিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া একটি খসড়া সংবিধান গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করে। পরবর্তীতে দুইটি সাধারণ সভাও এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং কাজটিকে শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য পরামর্শ দেয়। সংবিধান কমিটি ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই কার্যনির্বাহি কমিটির বিবেচনার জন্য একটি খসড়া সংবিধান উপস্থিত করে। সম্মিলনীর সঙ্গে যথাযথ আলোচনা করিয়া তাহাদের সম্মতিক্রমে কার্যনির্বাহি কমিটি উক্ত খসড়া সংবিধানটি সংশোধন করিয়া ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮-৯ জানুয়ারি সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করে এবং সাধারণ সভা দ্বারা গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে উক্ত সংবিধান পুনরায় সংশোধন করিবার

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২৫ জানুয়ারি ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তক্রমে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উক্ত কমিটি পুনর্গঠিত হয়:

১. ডা: এস.এম চৌধুরী	চেয়্যারম্যান
২. রেভা: আর.এন. বাড়ৈ	সদস্য
৩. মি: সুধীর অধিকারী	সদস্য
৪. মি: সুভাষ চন্দ্র রত্ন	সদস্য
৫. রেভা জেমস এস, রায়, সাধারণ সম্পাদক	সদস্য

পরবর্তীতে মি: রবার্ট বাড়ৈকে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়। কমিটি প্রয়োজনীয় সংশোধনী কাউন্সিল সভায় পেশ করেন। কাউন্সিল উক্ত প্রস্তাবিত সংশোধনী ২৮-০৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘসমূহের মতামত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৫ নভেম্বর ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘে উহা বিতরণ করা হয়। অতঃপর ২২-০৩-৯১, ২৬ ও ২৭-০৪-৯১, ০৪-১০-৯১, ৩০-০৪-৯২ এবং ৩০-০৫-৯২ খ্রী: তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভা প্রয়োজনীয় সংশোধনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতঃ সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব আকারে উপস্থিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতঃপর ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুন সাধারণ সভায় কাউন্সিল কর্তৃক সংশোধিত উপবিধি এবং সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর উপবিধিসমূহ অনুসমর্থিত (Ratified) হয় কিন্তু সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবসমূহের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পড়ায় তা নাকচ হইয়া যায়।

পরবর্তীতে সাংবিধানিকভাবেই ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০-১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের নিয়মিত সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ পুনরায় উত্থাপিত করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২০০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের অ্যাসেম্বলী (জরুরি) সভায় সংঘ সংবিধানের ঘোষণাপত্র ও নিয়মাবলির প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-২৯ জুন, বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ ভবন, ৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬-তে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশনে বিগত ২৬ জানুয়ারি, ২০০১ তারিখে সংঘ অ্যাসেম্বলী কর্তৃক সংশোধিত সংঘ সংবিধানের ঘোষণাপত্র ও নিয়মাবলির আলোকে উপবিধি ও পরিশিষ্ট সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত ও গৃহীত হয়।

পুনরায় এই একই সংবিধান ০৩-০৪ জুন, ২০০৫ খ্রী: তারিখে অনুষ্ঠিত সংঘ কাউন্সিল সভায় সর্বসম্মতিভাবে গৃহীত হয়।

১৫ মার্চ, ২০১৪ খ্রী: তারিখে বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ, ৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬-তে অনুষ্ঠিত নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশনে সংঘ সংবিধানের ঘোষণাপত্র, নিয়মাবলী, উপবিধি ও পরিশিষ্ট সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত ও গৃহীত হয়।

মি: জয়ন্ত অধিকারী	ইঞ্জিনিয়ার নির্মল রায়	রেভা: অসীম কুমার বাড়ৈ
সভাপতি	সহ-সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক

সংবিধান
ঘোষণাপত্র

ধারা - ১ : মুখবন্ধ

প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের একাত্মতা ও আনুগত্য প্রকাশ করিবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে যে সকল সদস্য ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘসমূহের সহিত যুক্ত হইবেন ও থাকিবেন তাহাদের সকলের সম্মিলিত সংগঠনকেই 'সংঘ' নামে অভিহিত করা হইবে। চার্চ খ্রীষ্টিয় উদ্যোগের কেন্দ্র - সংঘ এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার খ্রীষ্টিয় জীবন রক্ষণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব স্থানীয় উপাসকবৃন্দের। ইহার প্রাথমিক কাজ হইতেছে ঈশ্বরের গৌরব করা এবং চার্চসমূহের পারস্পরিক সহভাগিতায় সেবা ও সাক্ষ্যদানরূপ সাধারণ কাজ সর্বোত্তমরূপে সম্পন্ন করা।

ধারা - ২ : নাম ও লোগো

ক. নাম

এই সংগঠনের নাম হইবে – বাংলায় 'বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ' সংক্ষেপে 'সংঘ' এবং ইংরেজিতে 'Bangladesh Baptist Church Sangha' সংক্ষেপে 'BBCS'। (বিঃ দ্রঃ সংঘ সংবিধানে উল্লিখিত 'বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ', 'আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ' ও 'মণ্ডলী'র স্থলে সকল স্থানে যথাক্রমে 'বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ', 'আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ' ও 'চার্চ' ব্যবহৃত হইবে)।

সংঘের কেন্দ্রীয় অফিস 'সংঘ কেন্দ্রীয় পাষ্টরেট' নামে পরিচিত হইবে।

খ. লোগো

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের অনুমোদিত লোগো/মনোগ্রাম

সংঘাধীন সকল চার্চ ও প্রতিষ্ঠানে অবিকৃতভাবে ব্যবহার বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনবোধে সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটির অনুমোদন ক্রমে ইহার পরিবর্তন করা যাইবে।

ধারা - ৩ : ঐতিহাসিক পটভূমি

এশিয়া মহাদেশে ডঃ উইলিয়াম কেরীর আগমনেই ব্যাপ্টিষ্টদের সাক্ষ্যদানের ইতিহাসের সূচনা হয়। পৃথিবীর সর্বত্র সুসমাচারের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং প্রধানত তিনিই ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ইংল্যান্ডের নর্দাম্পটনশায়ারের কেটারিং শহরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেরী প্রথমে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জনহিতকর, সমাজ সেবা ও কৃষি কাজ শুরু করেন। অতঃপর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরে গমন করেন ও পরবর্তীকালে সেখানেই কাজ শুরু করেন। বঙ্গদেশের প্রথম ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ ছিল দিনাজপুরে ও দ্বিতীয়টি ছিল শ্রীরামপুরে। বহু বৎসর পর্যন্ত এই নতুন চার্চগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল না, যদিও কয়েকবারই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের ব্যাপ্টিষ্ট চার্চসমূহের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ পুনঃসংগঠিত হয়। বঙ্গদেশে ড. কেরী ও বহুসংখ্যক দেশী-বিদেশী খ্রীষ্টিয় নর-নারীর প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে ব্যাপ্টিষ্টদের যে সাক্ষ্যদান কার্যক্রমের সূচনা হইয়াছিল সেই ঐতিহাসিক মূল স্রোতধারায় মিলিত হইয়া বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ পরিচালিত হইতেছে।

ধারা - ৪ : পরিধি

সংঘের অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

ক. আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ ও ব্যাপ্টিষ্ট চার্চসমূহ।
খ. সংঘ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ।
গ. মিশনারী সোসাইটি ও সংঘের সহিত চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাসমূহ।

ধারা - ৫ : উত্তরাধিকার

এই সংবিধান গ্রহণের দ্বারা 'সংঘ' ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি' 'ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি করপোরেশন', এবং ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি ও পরবর্তী সময়ে সংশোধিত এবং গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সর্বপ্রকার জাতীয় দায়িত্ব, কর্তব্য, স্থাবর ও অস্থাবর স্বত্ব ও অধিকারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইলো।

ধারা - ৬ : সংঘের বিশ্বাস

যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ, ব্যাপ্টিষ্ট চার্চসমূহের একটি সংগঠন, সেহেতু উহা মানব সমাজের সকল জাতি ও বংশ হইতে খ্রীষ্টের যে দেহ তিনি নির্মাণ করিতেছেন – সেই অদ্বিতীয় পবিত্র বিশ্বজনীন ও প্রৈরিতিক চার্চের অংশবিশেষ।

সংঘ বিশ্বাস করে যে, প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট যিনি মানবরূপে ঐশ্বরিক প্রকাশ, কেবল তাঁহাতেই আত্মিক ঐক্য এবং তিনিই পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র ও পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

সংঘ বিশ্বাস করে যে, পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করিলেন, কবরস্থ হইলেন ও তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হইলেন। নিজ পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট অনুশোচনাপূর্বক যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিয়া পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে জলে নিমজ্জিত হওয়াই খ্রীষ্টিয় অবগাহন।

সংঘ স্বীকার করে যে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দেওয়া ও বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচারে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক বিশ্বাসীর কর্তব্য।

ধারা - ৭ : প্রচার দর্শন

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আলোকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

ধারা - ৮ : সুসমাচার ব্রত

পরিপূর্ণ খ্রীষ্টিয় সুসমাচার এবং মূল্যবোধে সবলীকৃত, উজ্জীবিত ও পরস্পর সহযোগী চার্চ প্রতিষ্ঠা।

ধারা - ৯ : সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রধানত :

ক. পবিত্র বাইবেল অনুসারে সমগ্র জগতে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা এবং ঈশ্বরের উপর খ্রীষ্টভক্তদের যে বিশ্বাস আছে তাহা রক্ষায় সহায়তা করা।

খ. খ্রীষ্টিয় জীবন এবং সাক্ষ্যদানে লোকদের শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা।

গ. ভাববাদিক পরিচর্যা কার্যের দায়িত্ব সম্পর্কে চার্চকে সজাগ করিয়া তোলা।

ঘ. খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও সহভাগিতা শক্তিশালী করা এবং ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধিকল্পে চার্চের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করা।

ঙ. ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষের পরিপূর্ণতা ও উন্নতির স্বার্থে যে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্রীষ্টিয় সংগঠন কাজ করিতেছে তাহাদের সহিত যোগাযোগ ও সহভাগিতা রক্ষা করা।

চ. খ্রীষ্টিয় চিন্তা-চেতনা, উপাসনা-পদ্ধতি ও কার্যক্রমে দেশীয়করণ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সমাজে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিবার জন্য খ্রীষ্টিয় পন্থার অবলম্বন করা।

ছ. খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধের মাধ্যমে জনমত গঠনে সাহায্য করা এবং সমসাময়িক সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জ. সংঘের অঙ্গ সংগঠনের পক্ষে দেশের সরকারের সহিত সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং সংবিধানের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঝ. প্রতিবেশী, নিজ দেশে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট সাক্ষ্যদান এবং খ্রীষ্টিয় সেবার জন্য সংঘের অঙ্গ সংগঠন ও সদস্যদের মধ্যে খ্রীষ্টিয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

ঞ. বাংলাদেশের অন্তর্গত আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ, সংগঠন, চার্চসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে উপহার দান ও চাঁদা সংগ্রহ এবং বৈদেশিক সংগঠন, চার্চ ও ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা ও তাহার সুষ্ঠু ব্যবহার করা এবং খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা ও সংঘের আর্থিক স্বাবলম্বনে উৎসাহিত করা।

ট. সংঘের নিজস্ব প্রয়োজনে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা, ইজারা/ভাড়া দেওয়া/নেওয়া, এবং আইনগতভাবে অনুরূপ সম্পত্তি অর্জন, দখল ও লাভজনকভাবে সংরক্ষণ করা।

ঠ. সংঘের কিংবা সংঘের অধীনে যে কোনো বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট, কমিটি অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে টাকা বিনিয়োগ করা এবং যে কোনো ব্যাংক অথবা পোস্ট অফিস অথবা বীমা কোম্পানিতে অ্যাকাউন্ট খোলা ও তাহা পরিচালনা করা।

ড. উপরে বর্ণিত যে কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল দলিল ও নথিপত্র সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও সংরক্ষণ করা।

ঢ. সংঘের উদ্দেশ্যের সহিত সমমর্মিতাসম্পন্ন যে কোনো সমাজ বা সংগঠনের উন্নয়নের জন্য দান অথবা সাহায্য করা।

ণ. সংঘ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।

ধারা - ১০ : আয় ও সম্পত্তি

ক. সংঘের সকল প্রকার আয় ও সম্পত্তি সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হইবে এবং আয় ও সম্পত্তির কোনো অংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লভ্যাংশ অথবা বোনাসরূপে অথবা অন্য যে কোনো উপায় যাহাতে সংঘের সহিত যুক্ত কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভ বা সদস্যদের মুনাফা হইতে পারে তেমনভাবে ব্যবহার বা হস্তান্তর করা যাইবে না। উল্লেখ্য, সংঘের কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে সংঘের প্রতি তাহার কাজের জন্য তাহাকে পারিশ্রমিক অথবা সম্মানী প্রদানে বাধা থাকিবে না।

খ. সংঘাধীন সকল এবিসিএস বা চার্চসমূহে যে ভাবেই জমিজমা ক্রয় বা অর্জন করুক না কেন – তা অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ ট্রাষ্ট এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের নামে রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে। চার্চ বা এবিসিএস কেবলমাত্র ব্যবহারকারী হিসাবে সেই সকল জমি ভোগ ও তত্ত্বাবধান করিবে। এ সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে অর্থ ও সম্পদ ব্যবহার নীতিমালায় উল্লেখ থাকিবে।

ধারা - ১১ : সংঘ অফিস

সাধারণত সংঘের কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকা মহানগরীতে অথবা নির্বাহি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশের অন্তর্গত যে কোনো স্থানে অবস্থিত থাকিবে। ইহার বর্তমান ঠিকানা : সংঘ কেন্দ্রীয় পাষ্টরেট ভবন, ৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।

ধারা - ১২ : সংঘ বৎসর

১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর সংঘ বৎসর হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ধারা ১৩ : সংঘ সংবিধান ও ব্যবস্থাপনা

ক. সংঘ সংবিধান

সংঘ সংবিধান বলিতে – সংঘ সংবিধানে উল্লিখিত ঘোষণাপত্র, নিয়মাবলি বুঝাইবে ।

খ. ব্যবস্থাপনা

সংঘের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব একটি নির্বাহি কাউন্সিলের উপর অর্পিত থাকিবে।

ধারা ১৪ : সভ্য চাঁদা

সকল সদস্য চার্চ তাহাদের অবগাহিত সভ্যদের জন্য বাৎসরিকভাবে সংঘকে চাঁদা প্রদান করিবেন। এই চাঁদার হার কাউন্সিল নির্ধারণ করিবেন।

ধারা - ১৫ : বিলুপ্তি

যদি সংঘের কোনো বিলুপ্তি ঘটে, বিলুপ্তি ঘটার সাথে-সাথে সংঘের সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব মিটাইয়া দেওয়ার পর যদি কোনো সম্পত্তি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সংঘ সদস্যদের কাহাকেও প্রদান বা বিতরণ করা যাইবে না।

যাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য আছে, এমন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে ঐ সম্পত্তি প্রদান বা হস্তান্তর করিতে হইবে। বিলুপ্তির পূর্বে বিষয়টি সম্পর্কে সংঘের দুই-তৃতীয়াংশ কাউন্সিল সদস্যদের (জরুরি অধিবেশনে) সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ হইলে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে উহা স্থিরীকৃত করা হইবে।

সংবিধান

নিয়মাবলি

ধারা - ১৬ : বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের গঠন প্রণালি

সংঘের অ্যাসেম্বলী সংঘের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী। এই অ্যাসেম্বলী কর্তৃক ঘোষিত একটি কাউন্সিলের উপর ইহার ক্ষমতা অর্পিত থাকিবে। সংঘের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কাউন্সিল একটি কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন করিবে এবং সংঘের প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অথবা কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

সদস্য চার্চগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া এক একটি আঞ্চলিক সংঘ গঠন করিবেন এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণ নির্বাহি কাউন্সিলের সদস্য থাকিতে পারিবেন।

ধারা - ১৭ : অ্যাসেম্বলী

অ্যাসেম্বলী সংঘের সকল সদস্য চার্চের সকল সদস্যদের ঐশ্বরিক শক্তি ও আশীর্বাদ লাভের মিলন কেন্দ্র। অ্যাসেম্বলী কর্তৃক ঘোষিত একটি কাউন্সিলের উপর ইহার ক্ষমতা অর্পিত থাকিবে।

ধারা - ১৮ : সংঘের অ্যাসেম্বলীতে উপস্থিতি

সংঘের সকল সদস্য চার্চের সকল সদস্য সংঘের অ্যাসেম্বলীতে সাদরে আমন্ত্রিত। বিশেষভাবে সংঘ কর্মকর্তা ও কর্মীগণ; কার্যনির্বাহি কমিটি; কাউন্সিল সদস্য, আঞ্চলিক সংঘের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ; কার্যনির্বাহি কমিটি, পালকগণ; চার্চের বিশেষ পরিচর্যাকারী; পরিচারক-পরিচারিকাগণ এবং সংঘ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীগণের সংঘের অ্যাসেম্বলীতে যোগদান করা একান্ত কর্তব্য।

ধারা - ১৯ : অ্যাসেম্বলীতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সংঘের অ্যাসেম্বলীতে যোগদানের জন্য কার্যনির্বাহি কমিটি অথবা কাউন্সিল কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইতে পারিবেন।

ক. অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম চার্চসমূহের অতিথিবৃন্দ।
খ. বিশেষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ।
গ. সহযোগী মিশনের মিশনারীবৃন্দ।

ধারা - ২০ : অ্যাসেম্বলী অধিবেশন

ক. নিয়মিত সাধারণ সভা

১. প্রতি চার বৎসরে একবার অ্যাসেম্বলী অধিবেশন হইবে এবং ইহাকেই সংঘের নিয়মিত আ্যাসেম্বলী বলা হইবে। অ্যাসেম্বলী অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে পরবর্তী চার বৎসর পূর্তির তারিখ পর্যন্ত অ্যাসেম্বলীর মেয়াদ হইবে।
২. নিয়মিত অ্যাসেম্বলী অনুষ্ঠানের জন্য ৬ মাসের প্রাথমিক নোটিশ ও ৩ মাসের চূড়ান্ত নোটিশের মাধ্যমে অধিবেশনের স্থান, তারিখ ও সময় জানানো হইবে।
৩. অ্যাসেম্বলীতে ঘোষিত কাউন্সিল পরবর্তী অ্যাসেম্বলী অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবেন।
৪. অ্যাসেম্বলীর মেয়াদ শেষ হইবার একমাস পূর্বে অথবা মেয়াদ শেষ হইবার পরে ৬ মাসের মধ্যে পরবর্তী অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন অবশ্যই আহ্বান করিতে হইবে।

খ. বিশেষ/জরুরি অ্যাসেম্বলী

নির্বাহি কাউন্সিলের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তের বলে একটি বিশেষ অথবা জরুরি অ্যাসেম্বলী আহ্বান করা যাইতে পারিবে। ইহার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়, স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ-পূর্বক

কমপক্ষে একমাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

ধারা - ২১ : অ্যাসেম্বলীর কার্যাবলী

অ্যাসেম্বলী নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেঃ

ক. ঐশ্বরিক শক্তি ও আশীর্বাদ লাভের জন্য বিশেষ আত্মিক উদ্দীপনা সভার আয়োজন করা।

খ. সহভাগিতা বৃদ্ধি এবং সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

গ. সংঘ, আঞ্চলিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত অ্যাসেম্বলীর পর হইতে মধ্যবর্তী সময়ের রিপোর্ট অবহিত করা।

ঘ. কাউন্সিল কর্তৃক বিধিমালা সংশোধিত হইলে তাহা অবহিত করা।

ঙ. নির্বাচিত সংঘ সভাপতি ও সহ-সভাপতির নাম ঘোষণা, অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

চ. কাউন্সিল সদস্য এবং আঞ্চলিক সংঘের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও নির্বাহি সদস্যদের নাম ঘোষণা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ধারা - ২২ : সংঘ কর্মকর্তাগণ

একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি ও একজন সাধারণ সম্পাদককে সংঘের কর্মকর্তা বলা হইবে।

ধারা - ২৩ : 'সংঘ নির্বাহি কাউন্সিল' সংক্ষেপে 'কাউন্সিল'

অ্যাসেম্বলীতে ঘোষিত কাউন্সিল সদস্যদের সমন্বয়ে সংঘ কাউন্সিল গঠিত হইবে। কাউন্সিল সংঘের যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

ধারা - ২৪ : নির্বাহি কাউন্সিলের গঠন

নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া কাউন্সিল গঠিত হইবে:

ক. সংঘ কর্মকর্তাগণ।

খ. আঞ্চলিক সংঘসমূহের কর্মকর্তাগণ ও নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ।

গ. কাউন্সিল কর্তৃক কো-অপটেড সদস্য ৫ জন এবং তাদের মধ্যে ১ জন অবশ্যই মহিলা। যাহাদের চার্চ ও সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে এইরূপ অনধিক পাঁচজনকে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবেন। তাহারা তাহাদের কো-অপশনের পরবর্তী অধিবেশন হইতে কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত হইবেন এবং নিয়মিত অ্যাসেম্বলীর সমাপ্তি পর্যন্ত কাউন্সিলের সদস্য থাকিবেন।

ঘ. প্রতিটি সহযোগী মিশনারী সোসাইটি হইতে একজন প্রতিনিধি।

ঙ. শেড বোর্ড পরিচালক

চ. সংঘ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ

ধারা - ২৫ : মডারেটরগণ

কাউন্সিলে মডারেটরগণ পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন। তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না এবং সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ধারা - ২৬ : কাউন্সিলের কার্যকালের মেয়াদ

একটি অ্যাসেম্বলীতে ঘোষিত কাউন্সিলের কার্যকাল হইবে পরবর্তী অ্যাসেম্বলীর কাউন্সিল সদস্যদের নাম ঘোষণা করার সময় পর্যন্ত।

ধারা - ২৭ : কাউন্সিল সভার কোরাম

কাউন্সিলের মোট সদস্যের ন্যূনতম ৫১% সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে। কিন্তু উপস্থিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ

আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘসমূহের প্রতিনিধি হইতে হইবে।

ধারা - ২৮ : কাউন্সিল অধিবেশন

ক. কাউন্সিল বৎসরে কমপক্ষে দুইবার অনুষ্ঠিত হইবে। প্রথম অধিবেশন জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে এবং দ্বিতীয় অধিবেশন অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

খ. কাউন্সিল অধিবেশনের জন্য তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখপূর্বক ৩০ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

গ. কার্যনির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্ত কিংবা সাধারণ সম্পাদকের নিকট কমপক্ষে দুইটি আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি সম্বলিত ৭ দিনের নোটিশে কাউন্সিলের জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা যাইবে।

ধারা - ২৯ : কাউন্সিলের কার্যাবলী

ক. সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য কাউন্সিল সরাসরি কিংবা কার্যনির্বাহি কমিটি, বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট ও কমিটিসমূহের মাধ্যমে কার্য করিবে।

খ. কাউন্সিল নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন:

১. কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন ও কাউন্সিলের পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা অর্পণ।

২. বিভিন্ন বোর্ড ও প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন।

৩. সদস্য চার্চের অনুমোদন ও বাৎসরিক চাঁদার হার নির্ধারণ।

৪. সংঘের প্রয়োজনে সকল বিষয়ে নীতিমালা নির্ধারণ।

৫. বাৎসরিক বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

৬. সংঘ, আঞ্চলিক সংঘ, বিভিন্ন বোর্ড, নির্বাহি কমিটি, উপকমিটিসমূহ ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের কাজের বাৎসরিক বা সাময়িক রিপোর্ট গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭. সংঘ সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন।

৮. কার্যনির্বাহি কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন।

৯. সংঘের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১০. সংঘ কর্মকর্তা, ডিপার্টমেন্ট, বোর্ড বা অন্য যে কোনো কমিটির কোনো সদস্য অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা পদ হইতে বরখাস্ত হইলে বা মৃত্যু হইলে, কাউন্সিল অথবা কার্যনির্বাহি কমিটির পূর্বানুমতি ছাড়া পরপর তিন মাস নির্ধারিত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে অথবা অন্য যে কোনো কারণে পদশূন্যতা সৃষ্টি হইলে তাহা কাউন্সিল পূরণ করিবে। এই ধরনের শূন্য পদে পূরণকৃত সদস্যপদের মেয়াদ হইবে পূর্ববর্তী সদস্যের মেয়াদের অনুত্তীর্ণ অংশ।

ধারা - ৩০ : কার্যনির্বাহি কমিটি

ক. কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন

সংঘ কর্মকর্তাগণ ও মিশন প্রতিনিধিসহ অনধিক **১১** জন সদস্য লইয়া কাউন্সিল একটি কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন করিবে।

খ. কার্যনির্বাহি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

১. যে সমস্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেই সমস্ত বিষয়ে কাউন্সিলের পক্ষে মধ্যবর্তী সময়ে কাজ পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহি কমিটির ক্ষমতা থাকিবে।

২. প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহি কমিটি বৎসরের মধ্যে যতবার প্রয়োজন মিলিত হইতে পারিবেন।

৩. নিয়মানুযায়ী কাউন্সিল সভা আহ্বান করা।

৪. কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

৫. সংঘের মিনিস্ট্রি এন্ড মিশন বোর্ড ও ফিনান্স এন্ড প্রপার্টি বোর্ড এর সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক

ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. সংঘের কাজের চাহিদা অনুসারে লোক নিয়োগ, বদলি, শাসন কিংবা বরখাস্ত করা।

৭. অডিটর নিয়োগ করা।

৮. এলাকা পালক প্রধান নিয়োগ ও বদলি করা।

৯. সংঘের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহি কমিটি কমপক্ষে তিনজন স্বাক্ষরদাতা মনোনীত করিবে, তাহাদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অবশ্যই থাকিবেন এবং যে কোনো দুইজনের স্বাক্ষরে ব্যাংকের লেনদেন করা যাইবে।

১০. সংঘের বিধিমালায় নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

গ. জরুরি অবস্থাঃ

চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে বিধিমালা অনুসারে কার্য পরিচালনা করা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িলে, সংঘের স্বার্থে কার্যনির্বাহি কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংঘের কার্য চালাইয়া যাইতে পারিবেন। অতঃপর জরুরি অবস্থা কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জরুরি কাউন্সিল সভা আহ্বান করিয়া সকল বিষয় অবহিত করিতে হইবে এবং জরুরি অবস্থাকালীন গৃহীত ব্যবস্থাদি কাউন্সিল সভা দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

ধারা - ৩১ : সংঘের বোর্ডসমূহ

সংঘের বর্তমান বোর্ডসমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলো। প্রয়োজনে পরিধি এবং সম্পদসমূহের উপর নির্ভর করিয়া কাউন্সিল বোর্ডসমূহের সংখ্যা বাড়াইতে পারিবেন, হ্রাস করিতে পারিবেন

অথবা একেবারেই তুলিয়া দিতে পারিবেন। কাউন্সিল বোর্ডসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিবর্তন কিংবা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বোর্ডসমূহ ইহাদের কার্যের জন্য কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং তাহাদের কার্যকালের মেয়াদ হইবে একটি নিয়মিত অ্যাসেম্বলীর সমাপ্তি হইতে পরবর্তী নিয়মিত অ্যাসেম্বলীর সমাপ্তি পর্যন্ত।

ক. মিনিষ্ট্রি এন্ড মিশন বোর্ড

খ. ফিনান্স এন্ড প্রপার্টি বোর্ড

গ. সোসাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (শেড) বোর্ড।

ক. মিনিষ্ট্রি এন্ড মিশন বোর্ড

কর্তব্য ঃ

১. সকল পালকীয় এবং বাক্য প্রচারের দায়িত্বাবলি অথবা চার্চকে শক্তিশালী বা বৃদ্ধি করিবার সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট ও বোর্ড, আঞ্চলিক সংঘ অথবা চার্চের সহিত সম্বন্ধ বা সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করা এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করা মিনিষ্ট্রি এন্ড মিশন বোর্ড এর কর্তব্য। বোর্ড পালক এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ ও সাহায্য প্রদান, পরিচালনা ও প্রেরণা দান, উৎসাহ প্রদান ও সংযত রাখার বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন। বোর্ড সম্ভাব্য ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত পালক এবং চার্চের জন্য কর্মচারী নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করিবেন। কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত বোর্ড এর সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরি করিবার জন্য সাধারণ সম্পাদক দায়ী থাকিবেন।

২. সদস্যপদ ঃ

সাধারণ সম্পাদক মিনিষ্ট্রি এন্ড মিশন বোর্ডের সভাপতি হইবেন।

বোর্ডের কাজ এবং চিন্তাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য সকল এবিসিএস এর পালক প্রধানগণ এবং মিশনের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে বোর্ডের সভ্য হইবেন।

খ. ফিনান্স এন্ড প্রপার্টি বোর্ড

১. কর্তব্য ঃ

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের ফিন্যান্স এন্ড প্রোপাটি বোর্ড, সংঘের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধি ও সংগৃহীত সকল অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার ও হিসাব রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন। সংঘ, আঞ্চলিক সংঘ এবং চার্চসমূহের অর্থ সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে বোর্ড সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটিকে পরামর্শ দান করিবেন। সংঘের বাৎসরিক বাজেটের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পূর্ণাংশ না হইলেও, অধিকাংশ ক্রমান্বয়ে দেশের মধ্য হইতে সংগ্রহ করাই বোর্ড এর উদ্দেশ্য হইবে। ফিন্যান্স এন্ড প্রোপার্টি বোর্ড সংঘের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তদারকীর জন্য দায়ী থাকিবেন এবং সকল প্রকার নির্মাণ ও সংরক্ষণ কার্যে অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করিবেন। স্থানীয়ভাবে আয়ের পথ সৃষ্টি এবং সম্পত্তি সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহারের লক্ষ্যে সম্ভাব্য পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাও এই বোর্ডের কর্তব্য হইবে। বোর্ড সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুর বর্ণনামূলক তালিকা রাখিবেন এবং অবশ্যই সকল সম্পত্তির সঠিক প্রমাণ ও দলিলপত্রাদি রাখিবেন। বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরি করিবার পূর্বে অনুমোদনের জন্য উহা কাউন্সিলে পেশ করিতে হইবে। আঞ্চলিক সংঘ হইতে অর্থের হিসাবাদি প্রয়োজনমতো সংঘের দায়িত্বে আনার জন্যও বোর্ড দায়ী থাকিবেন।

২. সদস্য পদ ঃ

সংঘ সভাপতি বোর্ড এর সভাপতি হইবেন। সংঘের বিভিন্ন শাখা

হইতে আরো আটজন সদস্য কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। দাতা সংস্থার একজন করে সদস্য পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সদস্য হইবেন। সংঘ সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারী (Ex-Officio) সদস্য থাকিবেন।

গ. সোসাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (শেড্) বোর্ডঃ (Social Health and Educational Development (SHED) Board)

১. 'সোসাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট' বোর্ড অতঃপর শেড বোর্ড (SHED BOARD) নামে পরিচিত হইবে। শেড বোর্ড বিদেশী দাতাদের নিকট হইতে সকল অর্থ বা প্রাপ্ত বস্তু গ্রহণ করিবেন এবং তাহা সংঘের প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুমোদিত পরিকল্পনা ও প্রকল্প অনুসারে প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র সরকারের নিকট দাখিল করিবেন। শেড বোর্ডের দায়িত্ব পুনর্বন্টন, হ্রাস করা অথবা অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা কাউন্সিলের থকিবে।

২. নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমগুলি শেড বোর্ডের আওতাভুক্ত হইবে ।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

১. ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও হোষ্টেল, বরিশাল।
২. ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও হোষ্টেল, বরিশাল।
৩. কেরী মেমোরিয়াল বালক এবং বালিকা বিদ্যালয় ও হোষ্টেল, দিনাজপুর।

খ. চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ঃ

১. খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা এবং খ্রীষ্টিয়ান লেপ্রসি সেন্টার, চন্দ্রঘোনা ।
২. ক্লিনিকসমূহ (কাঠিরা, শান্তিকুটির ও মল্লিকবাড়ী)

গ. সমাজ সেবা ও উন্নয়ন :

সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর অধীনস্থ সকল প্রকল্প।

ঘ. যেহেতু সোসাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প পরিচালনা করিবে, এই কারণে দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে শেড বোর্ডের একটি পৃথক গঠনতন্ত্র থাকিবে। কাউন্সিল উক্ত গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, অনুমোদন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন। সংঘের কাউন্সিল শেড বোর্ডের সাধারণ পরিষদ (General Body) বলিয়া গণ্য হইবে এবং শেড বোর্ড পরিচালনার জন্য কাউন্সিল নয় সদস্য-বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করিবেন। উক্ত বোর্ড-এ শেড পরিচালক সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন, কিন্তু তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না।

ঙ. শেড বোর্ড হইতে কাউন্সিলে প্রতিনিধি

সংবিধান নিয়মাবলি ধারা ৩১-এর গ-২ এর ক-খ অনুসারে প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলে প্রতিনিধি হইবেন। তাহাদেরকে অবশ্যই কোনো সদস্য চার্চের সভ্য হইতে হইবে।

ধারা - ৩২ : ডিপার্টমেন্ট ও কমিটিসমূহ

ক. কাউন্সিল একজন মডারেটর এবং অনূর্ধ্ব ১১ (এগারো) জন সদস্যসহ নিম্নলিখিত ডিপার্টমেন্টসমূহ গঠন করিবেন, প্রয়োজনে অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে। ডিপার্টমেন্টসমূহের নির্দিষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্বও কাউন্সিল নির্ধারণ করিতে পারিবে। ডিপার্টমেন্টসমুহের মেয়াদ চার বৎসর কাল হইবে।

ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে কার্যনির্বাহি কমিটিতে পেশ করিতে হইবে ।

১. সান্ডেস্কুল ও শিশু কার্যক্রম ডিপার্টমেন্ট
২. যুব ডিপার্টমেন্ট
৩. মহিলা ডিপার্টমেন্ট
৪. প্রকাশনা ডিপার্টমেন্ট

খ. মূল্যায়ন কমিটিঃ

বোর্ড, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক কিংবা সংঘের অন্য যে কোনো অঙ্গের কার্যাবলী অন্তত দুই বৎসরে একবার মূল্যায়ন করা হইবে। সংঘ কার্যাবলীর যে কোনো অংশ মূল্যায়ন করিবার জন্য কাউন্সিল একাধিক ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবেন। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সংঘের বেতনভোগী কর্মচারী হইবেন না অথবা যে কাজের মূল্যায়ন করা হইবে তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকিবেন না।

গ. পার্সোনেল কমিটি

সংঘের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ, মূল্যায়ন, উৎসাহ প্রদান, বদলি কিংবা বরখাস্ত করিবার জন্য একটি পার্সোনেল কমিটি থাকিবে। উক্ত কমিটি প্রত্যেক কর্মীর জন্য Job Description প্রদান করিবেন। সংঘের কর্মকর্তাগণ এবং সহযোগী মিশনের একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্সোনেল কমিটি গঠিত হইবে। কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যকরি করিবার পূর্বে তাহা কার্যনির্বাহি কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

ধারা - ৩৩ : সভা পরিচালনা

বিধিমালায় অন্যভাবে বিবৃত না থাকিলে সভা পরিচালনার নিয়মাবলি নিম্নরূপ হইবে ঃ

ক. সাধারণত সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করিবেন। প্রয়োজনে সভাপতিও সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। ডিপার্টমেন্ট, বোর্ড বা কমিটিসমূহের ক্ষেত্রে ঐ বোর্ড বা কমিটির চেয়ারম্যান/মডারেটর সভা আহ্বান করিবেন।

খ. সকল সভায় প্রতি পদের জন্য প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা থাকিবে ।

গ. সভাপতি/মডারেটর ইচ্ছা করিলে সুচিন্তিত (Deliberate) অথবা জয়-পরাজয় নির্ধারণী ভোট (Casting vote) ইহার যে কোনো একটি মাত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

ঘ. যদি কোনো সভায় ভোট প্রদান ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশ জন কিংবা তাহার অধিক সদস্য ভোটদান হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ করা হইবে এবং দ্বিতীয় ভোটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্ত প্রযোজ্য নয়।

ঙ. যে সকল ক্ষেত্রে অন্যভাবে নির্দিষ্ট আছে, সে সকল ক্ষেত্র ব্যতিরেকে যে কোনো সিদ্ধান্ত, প্রদত্ত ভোটের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

চ. সাধারণভাবে হাত প্রদর্শনের মাধ্যমে ভোট সম্পন্ন হইবে। ভোট গণনার উদ্দেশ্যে ভোট গণনাকারী নিয়োগ করা যাইতে পারে; তাহারা ভোট গণনা করিবেন এবং ফলাফল সভাপতিকে জ্ঞাত করাইবেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিলে ব্যালট ব্যবহার করা হইবে, সেক্ষেত্রে ভোট গণনাকারী ব্যালট বিতরণ, সংগ্রহ ও গণনা করিবেন এবং ফলাফল

সভাপতিকে জ্ঞাত করিবেন।

ছ. অন্যভাবে উল্লেখ না থাকিলে একটি সভার শতকরা পঞ্চাশ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

জ. প্রয়োজনীয় সদস্যদের উপস্থিতি (কোরাম) সহ একটি সভা শুরু হওয়ার পর ইহা চলাকালীন অবস্থায় যদি সেই প্রয়োজনীয় সংখ্যা উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না; তবে আলোচনা চলিতে পারিবে।

ঝ. একটি সভা চলাকালে সভাপতি প্রয়োজনবোধে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবি রাখিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া পুনরায় মিলিত হইবার নতুন তারিখ, সময় এবং স্থান ঘোষণা করিয়া সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও একটি সভা মুলতুবি ঘোষণা করিতে পারিবেন।

ধারা - ৩৪ : পালক

ক. পালকের আহ্বান ঃ

সংঘের অন্তর্গত চার্চে পালক হইবার জন্য প্রার্থীর আহ্বান, উন্নত জীবন, চরিত্র, জীবনে খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা, চার্চ পরিচালনা করিবার যোগ্যতা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকিতে হইবে। আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ ও মিনিষ্ট্রি এন্ড মিশন বোর্ড-এর সুপারিশক্রমে যোগ্যতা যাচাই করিয়া সংঘ কার্যনির্বাহি কমিটি পালক নিয়োগ করিবেন। তাহাকে সংঘের একটি সদস্য-চার্চের সভ্য হইতে হইবে। পালক পদে নিয়োগের পরে অন্তত এক বৎসর পরীক্ষাধীন অবস্থায় থাকিতে হইবে।

খ. পালকের অভিষেক ঃ

কার্যনির্বাহি কমিটি একটি মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া একজন পালকের অভিষেকের বন্দোবস্ত করিবেন এবং অভিষেকের পরই একজন পালক পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত

হইবেন। পালকের স্ত্রী যাহাতে পালককে তাহার পালকীয় কাজে সাহায্য করিতে পারেন, তজ্জন্য তাহার (স্ত্রীর) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

গ. পালকীয় দায়িত্ব ঃ

১. সংঘের এক বা একাধিক চার্চকে আধ্যাত্মিক পরিচালনা দেওয়া।

২. পালক প্রভুর বাক্য প্রচার, গৃহ পরিদর্শন, আত্মিক পরামর্শ দান, অবগাহন, প্রভুর ভোজ, শিশু উৎসর্গ, সমাধি এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩. দেশের আইন অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিবাহ দেওয়ার লাইসেন্স প্রাপ্ত হইলে তিনি বিধিসম্মতভাবে বিবাহ দান করিবেন।

৪. তিনি সংঘের একজন বৈতনিক কর্মচারী বা অবৈতনিক ব্যক্তি হইবেন।

৫. পালক চার্চের সকল সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

ঘ. সংঘ কর্তৃক পালকের স্বীকৃতি বাতিল :

কার্যনির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্তে অবসরপ্রাপ্তি, অপসারণ, বরখাস্ত, নির্ধারিত পালকীয় কার্যে অনিয়ম (একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছুটিতে থাকা বা বিদেশে ছুটি কাটানো কার্যনির্বাহি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা অনিয়ম হিসাবে গণ্য হইবে না) এবং পালকীয় এলাকা বিলোপ কিংবা পুনর্গঠন করা হইলে, অথবা সংঘের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ প্রমাণিত হইলে একজন পালকের ক্ষমতা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি সংঘের সমর্থন হারাইবেন।

ধারা - ৩৫ : সংঘের কর্মচারী বা সংঘের নিয়োগ প্রাপ্তগণ

ক. কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোনো

ব্যক্তিকে বেতনে পূর্ণ সময়ের জন্য সংঘের কাজে নিয়োগ করা হইলে তাহাকে সংঘ কর্মচারী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। সংঘ কর্মচারীগণকে সংঘের বেতন স্কেল ও নিয়মানুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।

খ. সংঘের কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য কোনো ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানী দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু তিনি বা তাহারা বেতনভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

ধারা - ৩৬ : নির্বাচন

ক. নির্বাচন কমিশন গঠন ও দায়িত্ব :

১. কাউন্সিল নিয়মিত অ্যাসেম্বলী অনুষ্ঠিত হইবার ৩ মাস পূর্বে একজন 'কেন্দ্রীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার' ও ২ জন 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার' সহ একটি 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন' এবং তাহাদের অধীনে প্রত্যেক আঞ্চলিক সংঘে একজন 'আঞ্চলিক সংঘ প্রধান নির্বাচন কমিশনার' ও ২ জন 'সহকারী আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার' সহ ৩ সদস্য বিশিষ্ট 'আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশন' গঠন করিবেন।

২. কোনো নির্বাচিত পদের প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

৩. নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নাম প্রাপ্ত হইয়া সংঘের সংবিধান মোতাবেক নাম প্রস্তাবনার কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিবেন এবং তাহাদের মতামত লইবেন ।

৪. সংঘের নির্বাচনের ফলাফল নিয়মিত অ্যাসেম্বলীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হইবে ।

৫. গঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন নিয়মিত অ্যাসেম্বলী অনুষ্ঠিত হইবার কমপক্ষে ৬০ দিন পূর্বে চার্চ পর্যায়ে, আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট

চার্চ সংঘ পর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল ঘোষণা করিবেন এবং ঘোষিত তফসিল সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিবেন।

খ. নির্বাচন বিধি :

১. প্রতি চার বৎসর পর পর সংঘ সভাপতি ও সহ-সভাপতি, আঞ্চলিক সংঘ সভাপতি ও সহ-সভাপতি, সংঘ কাউন্সিল সদস্য এবং আঞ্চলিক সংঘ কার্যনির্বাহি কমিটি সদস্যগণের নির্বাচন প্রত্যেক আঞ্চলিক সংঘে একই তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

২. কাউন্সিল সংঘ সংবিধান অনুযায়ী প্রতি চার বৎসর পর পর অনুষ্ঠিত নিয়মিত অ্যাসেম্বলীর স্থান, তারিখ ও সময় নিয়মিত অ্যাসেম্বলী অনুষ্ঠিত হইবার ছয়মাস পূর্বে নির্ধারণ করিবেন।

৩. নির্বাচন কমিশন কাউন্সিল কর্তৃক নিয়মিত অ্যাসেম্বলীর নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই মাস পূর্বে আঞ্চলিক সংঘসমূহকে সংঘ সভাপতি ও সহ-সভাপতির নাম প্রস্তাবের জন্য আহ্বান জানাইবেন।

৪. নিয়মিত অ্যাসেম্বলীর নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৪৫ দিন পূর্বে প্রস্তাবিত নাম নির্বাচন কমিশনের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫. কমিশন প্রস্তাব প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত নামসমূহে একটি বৈধ তালিকা প্রস্তুত করিয়া নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও নির্বাচন আচরণ-বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহা সংঘ সাধারণ সম্পাদক, প্রত্যেক 'আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশন' এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৬. এই নির্বাচনের তারিখ অবশ্যই নিয়মিত অ্যাসেম্বলীর নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে হইতে হইবে।

৭. প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশন যথারীতি আঞ্চলিক সংঘ সাধারণ সভায় ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিয়া ব্যালট

পেপারসহ তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

৮. সংঘ বা আঞ্চলিক সংঘের কোনো পালক কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মনোভাব প্রকাশ পায় এমন কোনো বক্তব্য প্রদান বা আচরণ করিতে পারিবেন না। সংঘ কিংবা আঞ্চলিক সংঘের বেতনভুক্ত ও অভিষিক্ত কোনো পালক কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

৯. সংঘ, আঞ্চলিক সংঘ ও ইহার অংগ প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংঘ বা আঞ্চলিক সংঘ পর্যায়ে নির্বাচিত কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না এবং ভোটাধিকার থাকিবে না।

১০. নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আচরণ-বিধি প্রণয়ন করিবেন। তবে তাহা কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১১. কোনো ভয়াবহ প্রাকৃতিক অথবা রাজনৈতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে যদি কোনো ভোট কেন্দ্রে নির্দিষ্ট তারিখে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তবে নির্বাচন কমিশন ঐ ভোট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করিতে পারিবেন। ঐ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যথাশীঘ্র পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২. সংঘ সভাপতি, সহ-সভাপতি, আঞ্চলিক সংঘ সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং এবিসিএস-এর নির্বাচন যোগ্য সকল পদের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট হতে ফর্মের মাধ্যমে আবেদনপূর্বক প্রার্থিতা পদ লাভ করিতে হইবে।

১৩. ফর্মগুলি কাউন্সিল ঘোষিত মূল্য দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহে ব্যবহৃত হইবে।

গ. নির্বাচন প্রার্থীর যোগ্যতা :

১. "অতএব ইহা আবশ্যক যে, অধক্ষ্য অনিন্দনীয়, এক স্ত্রীর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী, পরিপাটী, অতিথি-সেবক এবং শিক্ষাদানে নিপুণ হন, মদ্যপানে আসক্ত কিংবা প্রহারক না হন, কিন্তু ক্ষান্ত, নির্ব্বিরোধ ও অর্থলোভ শূন্য হন, আপন ঘরের শাসন উত্তমরূপে করেন এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে সন্তান গণকে বশে রাখেন; কিন্ত যদি কেহ ঘর শাসন করিতে না জানে, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করিবে? তিনি নূতন শিষ্য না হউন, পাছে গর্ব্বান্ধ হইয়া দিয়াবলের বিচারে পতিত হন।"

২. যাহারা অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে বা ঋণ খেলাপি হইয়াছে, চুক্তি মোতাবেক অর্থ দেয় নাই, অন্যের আর্থিক ক্ষতিসাধন অন্য যে কোনো প্রকার আর্থিক অবিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছে, তাহারা প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৩. যাহারা যে কোনো প্রকার অপরাধ সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিল, যাহা প্রমাণে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন কোনো ব্যক্তি প্রার্থী হইতে পারিবে না।

৪. প্রার্থী নিজে কোনো প্যানেল তৈরি করিলে বা প্যানেলে যোগ দিলে প্রার্থী অযোগ্য প্রমাণিত হইবে। ফলে তাহার প্রার্থিতা বাতিল হইয়া যাইবে।

ঘ. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা :

১. নির্বাচন কমিশন গঠনের দিন হইতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী সংঘ কউন্সিল সভা পর্যন্ত কমিশন বলবৎ থাকিবে।

২. কোনো প্রার্থী বা ভোটার নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘন করিলে, নির্বাচন কমিশন তার অপরাধের ধরন অনুসারে তাকে অর্থ জরিমানা/প্রার্থিতা ও ভোটার অধিকার বাতিল করিতে পারিবেন।

৩. নির্বাচন কমিশন তার ক্ষমতার অপব্যবহার বা অন্য কোনো প্রকার

অনিয়ম করিলে তাহা উপযুক্ত প্রমাণসহ কেন্দ্রীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

৪. কোনো প্রার্থী বা ভোটার বা ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের কাজে বাধার সৃষ্টি করিলে বা কমিশনের বিরুদ্ধে নির্বাচন ও নির্বাচন উত্তর কালে অপরাধ করিলে বিজয়ী প্রার্থীর পদ হইতে অপসারণ ও সাধারণের ক্ষেত্রে আগামী কোনো নির্বাচনে (চার্চে/এবিসিএস-এ/বিবিসিএস-এ) প্রার্থী বা ভোটার হইতে পারিবে না।

ধারা - ৩৭ : সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা :

ক. সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী হইতে চাহিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে অবশ্যই সংঘের কোনো চার্চের সক্রিয় সভ্য হইতে হইবে।

খ. তাঁহাকে কমপক্ষে এক মেয়াদে কাউন্সিলর বা আঞ্চলিক সংঘের কর্মকর্তা হিসাবে নির্বাচিত হইতে হইবে।

গ. তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হইবেন; মিতাচারী, আত্মসংযমী, অতিথি সেবক হইবেন এবং নেশা জাতীয় কোনো দ্রব্য বা পানীয়ের প্রতি আসক্তি অথবা অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকিবে না।

ঘ. যাহারা অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে বা ঋণ খেলাপি হইয়াছে, চুক্তি মোতাবেক অর্থ দেয় নাই, অন্যের আর্থিক ক্ষতি সাধন বা অন্য যে কোনো প্রকার আর্থিক অবিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছে, তাহারা প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

ঙ. সভাপতি বা সহ-সভাপতি প্রার্থীকে কমপক্ষে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রীধারী হইতে হইবে।

চ. প্রার্থীর আহ্বান, উন্নত জীবন, চরিত্রবান, জীবনে খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, চার্চ ও উপাসনা পরিচালনা করিবার যোগ্যতা, ধর্মতত্ত্ব

বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

ছ. সংঘের সভাপতি বা সহ-সভাপতি পদে পর পর তিনটি কার্যকালের অধিক থাকিতে পারিবেন না।

ধারা - ৩৮ : সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হইবে। উল্লেখ্য, প্রয়োজন হইলে কাউন্সিল অতিরিক্ত দায়িত্ব আরোপ করিতে পারিবে।

ক. সভাপতির মর্যাদা:

সভাপতি সংঘের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে গণ্য হইবেন। তিনি সংঘের কোনো বেতনভোগী কর্মচারী হইবেন না। তিনি হইবেন সংঘের ঐক্যের প্রতীক।

খ. কর্তব্য:

১. সভাপতি অ্যাসেম্বলী, কাউন্সিল এবং কার্যনির্বাহি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২. সংঘের সকল কাজে ভ্রাতৃসুলভ পরামর্শ, বাণী প্রেরণ, পরিদর্শন, উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা দান করিবেন।

৩. অন্যান্য ডিনোমিনেশন ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সংঘের প্রতিনিধিত্ব করা ও সংঘকে সমুন্নত রাখা।

৪. সংঘের আর্থিক উন্নয়ন ও সচ্ছতা নিশ্চিত করা।

৫. সংঘের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ. সহ-সভাপতি:

সহ-সভাপতি সংঘের বেতনভোগী কর্মচারী হইবেন না। তিনি সভাপতিকে সাহায্য করিবেন এবং সভাপতির অবর্তমানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-সভাপতির কার্যকালের মেয়াদ সভাপতির কার্যকালের মেয়াদের অনুরূপ হইবে।

ধারা - ৩৯ : সাধারণ সম্পাদকের নিয়োগ এবং তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রার্থী হওয়ার জন্য উপযুক্ত পালকদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ সম্পাদক পূর্ণ সময়ের জন্য একজন বেতনভোগী কর্ম সচিব হইবেন। তাহার দায়িত্ব হইবে চার্চের পালক ও অন্যান্য সকল কর্মচারীকে উৎসাহ প্রদান ও পরিচালিত করা, চার্চের আত্মিক জীবনকে শক্তিশালী করা এবং চার্চ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করা। নথিপত্রাদি সংরক্ষণ এবং যোগাযোগ রক্ষা করা ব্যতীত তিনি সংঘের বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করিবেন। সংঘের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সকল কর্তৃপক্ষের সহিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনে দলিলপত্র সম্পাদন করিবেন।

তিনি অ্যাসেম্বলী, কাউন্সিল ও কার্যনির্বাহি কমিটির সকল সিদ্ধান্ত কার্যকর করা অথবা সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন। সংঘের অঙ্গসমূহের অগ্রগতি বিষয়ে তিনি কাউন্সিলকে অবহিত করিবেন। কাউন্সিল যেইরূপ আশা করেন তদনুসারে সরকার, অন্যান্য চার্চ এবং খ্রীষ্টিয়ান সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা-ও সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্য হইবে। কাউন্সিল প্রয়োজন মনে করিলে একজন সহকারী সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদককে তাহার কাজে সাহায্য করিবেন। কাউন্সিল কার্য পরিচালনার ও সাহায্যের জন্য এক বা একাধিক সহকারী সম্পাদকও নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ধারা - ৪০ : সংঘ কর্মকর্তা ও কাউন্সিলর অভিশংসন প্রক্রিয়া

সংঘ সভাপতি বা সংঘ সহ-সভাপতি বা কোনো কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ বা এই কাজে সহায়তা, নৈতিক স্খলন, সংঘ স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যকলাপ অথবা সংঘ গঠনতন্ত্র ও

পরিচালনা বিধিমালা লংঘনজনিত অভিযোগ থাকিলে কাউন্সিলে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কাউন্সিলর-এর বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাউন্সিল অধিবেশন চলাকালীন একজন কাউন্সিল সদস্য কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ উল্লেখপূর্বক অভিশংসনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইবে এবং ওই প্রস্তাব কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের কমপক্ষে ৫১ শতাংশ কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে। অভিশংসন প্রস্তাব সমর্থিত হইলে কাউন্সিল তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন যাহারা এই বিষয়ে পর্যালোচনা, যাচাই ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া পনেরো দিনের মধ্যে তাহাদের মতামত কমিটির কনভেনরের নিকট লিখিতভাবে পেশ করিবেন। কমিটির মতামত পাওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে কাউন্সিল এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হইবে। সভাপতি/সহ-সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এই কাউন্সিল সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

ধারা - ৪১ : সংবিধানের ব্যাখ্যা :

ক. সংঘ সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোনো প্রকার মতানৈক্য হইলে সংঘ সভাপতির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

খ. সংঘের স্বার্থে, সংবিধানে উল্লেখ নাই এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে কাউন্সিল যথাযথ পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

গ. বিশেষ পরিস্থিতিতে সংবিধানের কোনো ধারা প্রয়োগ করিতে না পারিলে কাউন্সিল সেই অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ধারা - ৪২ : সংঘ সংবিধানের ঘোষণাপত্র ও নিয়মাবলি সংশোধন

ক. সংঘ সংবিধান এ উল্লিখিত সংঘের মৌলিক বিষয় এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোনো রকম বিলুপ্তি না করিয়া বরং উহার সহিত সংগতি রাখিয়া নিম্নে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী সংঘের কাউন্সিল সংঘ সংবিধানের ঘোষণাপত্র ও নিয়মাবলির প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন। এই প্রকার সংশোধনীসমূহ পরবর্তী সাধারণ সভায় অবগতির জন্য অবশ্যই পেশ করিতে হইবে।

১. সংঘ সংবিধানে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে তাহা একটি আঞ্চলিক সংঘ অথবা পাঁচ জন কাউন্সিল সদস্যসের লিখিত প্রস্তাব দ্বারা সংঘ সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২. বলবৎ সংবিধানের যে ধারা সংশোধন করিতে চাহেন অথবা নূতনভাবে প্রস্তাব করিতে চাহেন উহা লিখিত আকারে সংঘ অফিসে পাঠাইতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক তৎক্ষণাৎ উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন এবং প্রস্তাব প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে সকল কাউন্সিল সদস্য এবং আঞ্চলিক সংঘসমূহকে প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ অবহিত করিবেন। যে সকল আঞ্চলিক সংঘ উক্ত প্রস্তাবের পুনঃসংশোধন করিয়া অথবা ভিন্ন আকারে প্রস্তাব পাঠাইতে চাহেন তাহাদের অবশ্যই পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে আঞ্চলিক সংঘের অনুমোদন সাপেক্ষে সংঘ সাধারণ সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক তৎক্ষণাৎ উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

৩. পরবর্তী কাউন্সিল সভায় ঐ সকল সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সাধারণ সম্পাদক এক মাসের মধ্যে ঐ সমস্ত চূড়ান্ত সংশোধনীসমূহ আঞ্চলিক সংঘসমূহ এবং সকল কাউন্সিল

সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪. সংঘের কাউন্সিল সভায় নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ সরাসরি উত্থাপন বা গ্রহণ করা যাইবে:

ক. যে প্রস্তাবের দ্বারা পরস্পর বিরোধী সংশোধনী প্রস্তাবগুলির সমন্বয় করা যায়।

খ. যে প্রস্তাবের দ্বারা বাক্যবিন্যাসের উন্নতি অথবা অর্থ আরো স্পষ্ট করা যায়।

উপরোক্ত দুই প্রকার সংশোধনীর প্রস্তাবসমূহের মধ্যে কোনোটি কাউন্সিল সভায় আলোচনার জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে, সে সম্পর্কে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫. উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাব, উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইলে উক্ত সংশোধনী গৃহীত হইবে। যদি কোনো সংশোধনী প্রস্তাব কেবল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত হয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন না পাওয়া যায় এবং উক্ত প্রস্তাব পরবর্তী কাউন্সিল সভায় পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে এবং সেই সভায়ও যদি উহা কেবল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলো বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬. কাউন্সিলে অন্যরকম সিদ্ধান্ত না হইলে সংশোধনী গৃহীত হইবার তারিখ হইতেই উহা কার্যকর হইবে এবং গৃহীত সংশোধনী বিধিমালার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

ধারা - ৪৩ : শাসন ও পদশূন্যতা :

ক. শাসন ঃ

১. প্রভু যীশু বলেন, 'আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা, যে কেহ আমাতে থাকে সে প্রচুর ফলে ফলবান হয় (যোহন ১৫:৫); এবং "প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক" (ইফিষীয় ৫:২৩) – অতএব চার্চ, আঞ্চলিক সংঘ বা সংঘ সংক্রান্ত কোনো বিষয় সমস্যা বা বিতর্ক দেখা দিলে, প্রার্থনাপূর্বক (প্রয়োজনে উপবাসসহ) পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে সেই সকল সমস্যার সমাধান চাহিতে হইবে। যদি কোনো চার্চের সভ্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করে এবং আঞ্চলিক সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটির বা আঞ্চলিক সংঘের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটি বা কাউন্সিলের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোনো পন্থার আশ্রয় নেয় বা খ্রীষ্টিয় চার্চ ও সমাজের বাইরের কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই সভ্যের বিরুদ্ধে সংঘ কর্তৃপক্ষ শাসনমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। যেমন:

১. ছয় মাসের জন্য পবিত্র প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২. চার্চের, আঞ্চলিক সংঘের ও সংঘের কোনো পদে যাইতে পারিবেন না অথবা কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তাহাকে বর্তমান পদ থেকে পদচ্যুত করা হবে।

৩. যথাযথ প্রশাসনিক নিয়ম অনুসরণ করে সংঘ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সভ্য বা সভ্যগণের নাম ও গৃহীত ব্যবস্থা উল্লেখপূর্বক চিঠি দিবেন এবং পালক তাহা সংশ্লিষ্ট চার্চে পাঠ করিবেন। চিঠি পাঠ করিবার তারিখ হইতে শাসনমূলক শাস্তি কার্যকর হইবে।

৪. যদি কোনো চার্চের এক বা একাধিক সভ্য আঞ্চলিক সংঘ ও সংঘের বিধিমালা ও সিদ্ধান্ত লংঘন বা আনুগত্য স্বীকার করিয়া না চলে, তাহা হইলে ঐ চার্চে যে বা যাহারা সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘের

বিধিমালা ও সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া অনুগত থাকিবে তাহারাই কেবল ঐ চার্চের সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যদের সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫. সংঘের নির্বাচিত কোনো ব্যক্তির আচরণ দ্বারা যদি সংঘের পবিত্রতা ও সুনাম ক্ষুন্ন হয় অথবা সেই ব্যক্তি যদি কোনো অন্যায় বা অসামাজিক আচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে অপসারণের ক্ষমতা কাউন্সিলের থাকিবে। ইহাতে কাউন্সিলের সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন হইবে।

৬. কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে চার্চ, আঞ্চলিক চার্চ সংঘ বা সংঘ কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে সংঘের অন্তর্গত সমস্ত চার্চ তা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

খ. পদশূন্যতা :

সংঘ কর্মকর্তা, বোর্ড বা অন্য যে কোনো কমিটির কোনো সদস্য অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ পত্র পেশ করিলে অথবা পদ হইতে বরখাস্ত হইলে বা মৃত্যু হইলে, কাউন্সিল অথবা কার্যনির্বাহি কমিটির পূর্বানুমতি ছাড়া পর পর তিন মাস নির্ধারিত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে অথবা পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে অথবা অন্য যে কোনো কারণে পদশূন্যতা সৃষ্টি হইলে তাহা কাউন্সিল পূরণ করিবেন। এই ধরনের শূন্য পদে পূরণকৃত সদস্যপদের মেয়াদ হইবে পূর্ববর্তী সদস্যের মেয়াদের অনুত্তীর্ণ অংশ।

সংবিধান

দ্বিতীয় অংশ

'আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ' সংক্ষেপে 'আঞ্চলিক সংঘ'

ধারা - ৪৪ : আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ :

ক. কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের চার্চসমূহের সহভাগিতা ও সংঘবদ্ধতা এবং সংঘের একটি প্রশাসনিক অঞ্চলকে একটি আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ বলা হইবে।

খ. একটি আঞ্চলিক সংঘরূপে অনুমোদন লাভের জন্য একটি অঞ্চলের কমপক্ষে দশটি সদস্য চার্চ এবং তাহাদের কমপক্ষে তিন শত পঞ্চাশ জন অবগাহিত সভ্য থাকিতে হইবে।

গ. কাউন্সিল কর্তৃক একটি আঞ্চলিক সংঘ বিলুপ্ত বা পুনঃগঠিত হইতে পারিবে। কোনো আঞ্চলিক সংঘ বিলুপ্ত হইলে সংঘের সকল দ্রব্যাদি ও সম্পত্তি ঐ আঞ্চলিক সংঘ হইতে প্রত্যাহার করিয়া বিবিসিএসকে দেওয়া হইবে।

ধারা - ৪৫ : আঞ্চলিক সংঘের লক্ষ্য:

সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিটি অঞ্চলের চার্চসমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, পারস্পরিক উৎসাহ প্রদান, সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করা হইবে আঞ্চলিক সংঘের প্রধান লক্ষ্য।

ধারা - ৪৬ : আঞ্চলিক অফিস

আঞ্চলিক সংঘ ও সংঘের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আঞ্চলিক সংঘ অফিস স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে। আঞ্চলিক সংঘের অফিস সাধারণত আঞ্চলিক সংঘের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত এবং সংঘ

নির্বাহি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত আঞ্চলিক সংঘের কার্য-এলাকার অন্তর্গত যে কোনো স্থানে অবস্থিত থাকিবে। ইহা 'আঞ্চলিক সংঘ পাষ্টরেট' নামে পরিচিত হইবে।

ধারা - ৪৭ : আঞ্চলিক সংঘের ব্যবস্থাপনা

আঞ্চলিক সংঘের ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক একটি নির্বাহি কমিটি নির্বাচিত হইবেন যাহারা প্রয়োজনমতো সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ও বাস্তবায়ন করিবেন। উল্লেখ্য, পালক প্রধান এই বাস্তবায়নে এবং অর্থ সংরক্ষণের কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।

ধারা - ৪৮ : আয় ও সম্পত্তি

ক. সংরক্ষণ:

সকল আঞ্চলিক সংঘে সকল আয় ও সম্পত্তির সুষ্ঠু বিবরণ সংরক্ষণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক সংঘের এবং চার্চের সকল সম্পত্তি বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ বা বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চাচ ট্রাষ্ট এসোসিয়েশনের নামে সংরক্ষিত হইবে।

খ. আঞ্চলিক সংঘের সকল ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পালক প্রধান Signatory থাকিবেন। যে কোনো দুই জনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা যাইবে তবে উহাদের মধ্যে পালক প্রধানের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকিতে হইবে।

গ. আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সকল আয় ও সম্পত্তির নিরীক্ষিত হিসাব প্রতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে সংঘ কেন্দ্রীয় পাষ্টরেট-এ প্রেরণ করিতে হইবে।

ধারা - ৪৯ : আঞ্চলিক সংঘের সাধারণ সভা

ক. সদস্যপদ

১. প্রত্যেক চার্চ প্রতি চল্লিশ জন সভ্যের জন্য একজন প্রতিনিধি এবং অবশিষ্ট কুড়িজন কিংবা তদূর্ধ্ব সভ্যের জন্য একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। এই সকল প্রতিনিধি নিয়মানুযায়ী আহুত ও অধিবেশিত চার্চের সভায় চার্চের সভ্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় যতদূর সম্ভব লক্ষ রাখিতে হইবে, যেন যুব, মহিলা ও সান্ডেস্কুল ও শিশু কার্যক্রম প্রতিনিধি থাকে।

২. আঞ্চলিক সংঘে কর্মরত সংঘের সকল তালিকাভুক্ত পালক।

৩. আঞ্চলিক সংঘের নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ।

৪. আঞ্চলিক সংঘের কার্যনির্বাহি সদস্যগণ।

৫. আঞ্চলিক সংঘের অনুমোদিত সকল প্রতিষ্ঠান হইতে একজন প্রতিনিধি এবং নিম্নলিখিত কমিটির কনভেনরগণ:

i. সান্ডেস্কুল ও শিশু কর্যক্রম
ii. যুব কার্যক্রম
iii. মহিলা কার্যক্রম

৬. সংঘ সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সকল কাউন্সিলরগণ নিজ-নিজ আঞ্চলিক সংঘের সাধারণ সভায় সদস্য হইবেন।

খ. আমন্ত্রিত সদস্যগণ

সংঘের কর্মকর্তাগণ পদাধিকার বলে সকল আঞ্চলিক সংঘের সাধারণ সভার সদস্য হইবেন, কিন্তু নিজ আঞ্চলিক সংঘ ব্যতীত তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না। তাহাদিগকে সভার তারিখ ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

গ. সাধারণ সভার কোরাম

সাধারণ সভায় ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যদের ৫১% সদস্যের এবং সদস্য চার্চের ৫০%-এর উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

ঘ. সাধারণ সভার কার্যাবলী

১. পালক প্রধান ও সম্পাদকের রিপোর্টে-অবগাহন, চার্চের পরিসংখ্যান, প্রচার ও বৃদ্ধি, অর্থ, চার্চসমূহের সমস্যা ও বাধা-বিঘ্ন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে।

২. কমিটিসমূহ ও বিভিন্ন কার্যের রিপোর্ট ।

৩. বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব আলোচনা ও গ্রহণ।

৪. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ।

৫. খ্রীষ্টাব্দ বৎসর (জানু-ডিসে) অনুসারে আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন করিবেন।

৬. আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিটর নিযুক্ত করিবেন।

৭. সংঘের কাউন্সিলের জন্য বিধিমালা অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

৮. সাধারণ সভা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের কার্যের জন্য প্রয়োজনবোধে উপ-কমিটি গঠন করিবেন।

৯. সংবিধান অনুসারে সংঘের নির্বাচিত পদের জন্য মনোনয়ন কমিটির নিকট আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ মনোনয়ন পাঠাইবেন।

১০. আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহি কমিটির সভার কার্য-বিবরণী সংঘের সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১. কোনো কর্মকর্তা কার্যনির্বাহি কমিটি কিংবা অন্যান্য কমিটির সদস্য পদ শূন্য হইলে ঐ শূন্য পদ পূরণ করিবে।

ঙ. সাধারণ সভার মেয়াদ

আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সাধারণ সভার মেয়াদ ৪ বছর কাল হইবে। উল্লেখ্য, এই মেয়াদকাল সংঘের মেয়াদকালের অনুরূপ হইবে।

চ. সাধারণ সভার অধিবেশন

আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সাধারণ সভা বৎসরে কমপক্ষে দুইবার অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই সভার জন্য অন্তত এক মাসের বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। জরুরি সাধারণ সভা পনেরো (১৫) দিনের বিজ্ঞাপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করিয়া সভার তারিখ, সময় ও স্থানসহ বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

ধারা - ৫০ : আঞ্চলিক সংঘের পালক

ক. সংঘ পালক

সংঘ কর্তৃক নিয়োজিত ও সংঘের বেতনভুক্ত পালক বা পালকগণ আঞ্চলিক সংঘের চার্চগুলিতে পালকীয় দায়িত্ব পালন করিবেন। তাহারা আঞ্চলিক সংঘের প্রয়োজনানুসারে দায়িত্ব পালন করিবেন ও রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

খ. আঞ্চলিক সংঘ পালক

আঞ্চলিক সংঘ তাহার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে পালক নিয়োগ করিতে পারেন। এই মতো পালকগণ আঞ্চলিক সংঘের কাছে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

ধারা - ৫১ : পালকীয় তহবিল :

১. পালকীয় কার্য পরিচালনার ব্যয়ভার একটি তহবিল হইতে বহন করা হইবে। এই তহবিল নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবে:

ক. সংঘের অন্তর্ভুক্ত চার্চসমূহের দেয় চাঁদা যাহা এলাকা অফিসে জমা

দেওয়া হইবে।

খ. সাধারণ সভা দ্বারা ধার্যকৃত সভ্য চাঁদা।

গ. বিশেষ আবেদন দ্বারা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ যে অর্থ সংগ্রহ করিবেন।

ঘ. স্বেচ্ছাদান বা চাঁদা।

ঙ. সংঘের বরাদ্দকৃত অর্থ।

২. প্রত্যেক চার্চের দেয় চাঁদার হিসাব প্রত্যেক চার্চের নামে পৃথকভাবে রক্ষিত হইবে।

৩. বিশেষ উদ্দেশ্যে (যেমন বাইবেল সোসাইটি দিবস) সংগৃহীত অর্থ ছাড়া প্রত্যেক চার্চের দেয় চাঁদার অর্ধেক পালক তহবিলে দেওয়া হইবে।

৪. চার্চের সিদ্ধান্ত অনুসারে চার্চের গীর্জাঘর নির্মাণ/মেরামত ও সাধারণ খরচ করা যাইবে।

৫. প্রভুর ভোজের দান সম্পূর্ণভাবে পালক ও চার্চের হাতে থাকিবে, যেন গরিবদের সাহায্য করা যায়, কিন্তু যত্নের সঙ্গে এই অর্থের হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং চার্চ চাইলে সেই হিসাব পরীক্ষা করা হইবে।

৬. প্রত্যেক চার্চ যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

৭. পালকীয় তহবিল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে খরচ করা হইবে ঃ

ক. পালকের বেতন

খ. পালকের বাসস্থান

গ. পালকের যাত্রা খরচ

ধারা - ৫২ : পালক প্রধান ও সম্পাদক

পালক প্রধান হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব ছাড়াও তিনি আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সকল কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন। তাঁহার

দায়িত্বের মধ্যে থাকিবে পালক প্রধান হিসাবে নিজ এলাকার প্রচার কাজ ও চার্চের বৃদ্ধির কাজের পরিকল্পনা ও অনুপ্রাণিত করা তাহার দায়িত্ব। তিনি আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের পালকদের কাজের তত্ত্বাবধান করিবেন। অর্থের তত্ত্বাবধান করা, আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের অফিস পরিচালনা করা এবং সংঘের ও আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সকল সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা।

ধারা - ৫৩ : আঞ্চলিক সংঘের কর্মকর্তাগণ

সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পালক প্রধান আঞ্চলিক সংঘের কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

ধারা - ৫৪ : আঞ্চলিক সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা:

আঞ্চলিক সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতি হইবার জন্য প্রার্থীদেরকে অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে:

১. তাহাকে অবশ্যই আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটি অথবা সংঘের কাউন্সিলর পদে অথবা চার্চের সম্পাদক হিসাবে কমপক্ষে ৩৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

২. তাহাকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে খ্রীষ্টিয় জীবনের অধিকারী হইতে হইবে।

৩. তাহাকে সমাজ ও চার্চের আত্মিক ও জাগতিক নেতৃত্ব দেওয়ার দূরদর্শিতা থাকিতে হইবে।

৪. তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হইবেন; মিতাচারী, আত্মসংযমী, অতিথি সেবক হইবেন এবং নেশা জাতীয় কোনো দ্রব্য বা পানীয়র প্রতি আসক্তি অথবা অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকিবে না।

৫. যাহারা অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে বা ঋণ খেলাপি হইয়াছে, চুক্তি

মোতাবেক অর্থ দেয় নাই, অন্যের আর্থিক ক্ষতি সাধন বা অন্য যে কোনো প্রকার আর্থিক অবিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছে, তাহারা প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৬. সভাপতি বা সহ-সভাপতি প্রার্থীকে কমপক্ষে এস.এস.সি পাশ হইতে হইবে।

৭. প্রার্থীর আহ্বান, উন্নত জীবন, চরিত্রবান, জীবনে খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, চর্চা, চার্চ ও উপাসনা পরিচালনা করিবার যোগ্যতা, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

৮. আঞ্চলিক সংঘ সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে পর পর ৩টি কার্যকালের অধিক থাকিতে পারিবে না।

ধারা - ৫৫ : আঞ্চলিক সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. সভাপতি ঃ

সভাপতির কর্তব্য হইবে আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহি সভার সভাপতিত্ব করা, চার্চ পরিদর্শন, বাণী প্রেরণ এবং পরামর্শ দান।

২. সহ-সভাপতি ঃ

সহ-সভাপতি সভাপতিকে সাহায্য করিবেন এবং সভাপতির অবর্তমানে কিংবা তাহার অনুরোধে সকল কার্য সম্পাদন করিবেন।

ধারা - ৫৬ : আঞ্চলিক সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতির নির্বাচন:

আঞ্চলিক সংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতির নির্বাচন ধারা ৩৬ (খ) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।

ধারা - ৫৭ : আঞ্চলিক সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটি

ক. কমিটি গঠন

কার্যনির্বাহি কমিটিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পালক প্রধান ছাড়াও ৭ জন সদস্য থাকিবেন। উক্ত কমিটি আরো ১ জন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

১. প্রার্থী হইবার যোগ্যতা

কার্যনির্বাহি কমিটিতে সদস্য হইবার জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে ঃ

ক. তাহাকে অবশ্যই একটি চার্চের কমপক্ষে দুই বৎসর পরিচারক/পরিচারিকা পদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে, যাহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আত্মিক জীবন সুন্দর হইতে হইবে।

খ. চার্চে বিভিন্ন কার্যক্রমে ও প্রচারে তাহার অবদান থাকিতে হইবে।

গ. তাহাকে সৎ ও নিষ্ঠাবান হইতে হইবে।

২. কার্যাবলী ঃ

আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ নির্বাহি কমিটি সাধারণ সভার অন্তর্বর্তীকালীন সমস্ত কাজ পরিচালনা করিবেন। পালক/প্রচারক নিয়োগ, অভিষেক ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। কার্যনির্বাহি সভায় তাহারা পালক প্রধানের নিকট হইতে পূর্ববর্তী সময়ের কার্যের বিবরণ, কোনো পত্র বা প্রস্তাব থাকিলে তাহা লইয়া ও আর্থিক বিষয়ে আলোচনা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংঘ ও চার্চের সংগে যোগাযোগ করিবেন। চার্চ পরিচালনায় চার্চ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিজস্ব সংবিধান আঞ্চলিক সংঘ কার্যনির্বাহি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

ধারা - ৫৮ : সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক :

আঞ্চলিক সংঘ সংঘের সকল নির্দেশনা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ও চার্চগুলিকে পরিচালনা করিবেন।

ধারা - ৫৯ : নির্বাচন পরিচালনার প্রণালি:

সংঘ সংবিধানের নিয়মাবলি ধারা-৩৬ অনুসারে প্রতি আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘে ৪ বছরে একবার সভাপতি, সহ-সভাপতি, নির্বাহি কমিটির সদস্য, কাউন্সিল সদস্য ও কনভেনর নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে একই দিন, একই তারিখ ও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

ধারা - ৬০ : আঞ্চলিক সংঘ সভাপতি ও সহ-সভাপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া

আঞ্চলিক সংঘ সভাপতি ও সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ বা এই কাজে সহায়তা, নৈতিক স্খলন, সংঘ স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যকলাপ থাকিলে সাধারণ সভায় সভাপতি ও সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে। এই প্রক্রিযায় কাহারও বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব থাকিলে কার্যনির্বাহি কমিটির নিকট লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। কার্যনির্বাহি কমিটি উক্ত প্রস্তাব বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে সত্যতা যাচাইপূর্বক সাধারণ সভায় উত্থাপন করবেন। উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে। অভিশংসন প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সাধারণ সভা তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন, যাহারা এই বিষয়ে পর্যালোচনা, যাচাই ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে পনেরো দিনের মধ্যে তাহাদের মতামত পেশ করিবেন। কমিটির মতামত পাইবার ১ মাসের মধ্যে সাধারণ সভা

দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। এই সভা সভাপতি/সহ-সভাপতি/পালক প্রধান আহ্বান করিতে পারিবেন।

ধারা - ৬১ : পদ শূন্যতা পূরণঃ

আঞ্চলিক সংঘ কর্মকর্তা, বা অন্য যে কোন কমিটির কোনো সদস্য অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ পেশ করিলে অথবা পদ হইতে বরখাস্ত হইলে বা মৃত্যু হইলে, কার্যনির্বাহি কমিটির পূর্বানুমতি ছাড়া পরপর তিন মাস নির্ধারিত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে অথবা অন্য যে কোনো কারণে পদ শূন্যতা সৃষ্টি হইলে তাহা সাধারণ সভা পূরণ করিবেন। এই ধরনের শূন্য পদে পূরণকৃত সদস্যপদের মেয়াদ হইবে পূর্ববর্তী সদস্যের মেয়াদের অনুত্তীর্ণ অংশ।

ধারা - ৬২ : কাউন্সিল সভায় আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের প্রতিনিধিঃ

ক. প্রত্যেক আঞ্চলিক সংঘের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পালক প্রধান সংঘের কাউন্সিল সভায় পদাধিকার বলে প্রতিনিধি হইবেন।

খ. আঞ্চলিক সংঘের অবগাহিত সদস্য সংখ্যা প্রতি চারশত জনে একজন প্রতিনিধি এবং অবশিষ্ট (যদি থাকে) দুইশত জন কিংবা তদুর্দ্ধ সভ্যের জন্য একজন প্রতিনিধি হইতে পারিবেন।

গ. কিন্তু একটি আঞ্চলিক সংঘ হইতে মোট আট জনের অধিক প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

ঘ. প্রতি আঞ্চলিক সংঘ কমপক্ষে একজন মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন।

ধারা - ৬৩ : আঞ্চলিক সংঘ পরিচালনার জন্য অর্থ

আঞ্চলিক সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন-পালকদের বেতন, সান্ডেস্কুল ও শিশু কার্যক্রম, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি)

পরিচালনার জন্য অর্থ প্রয়োজন হয়। এই অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য প্রতি চার্চ হইতে রবিবারের উপাসনা ও অন্যান্য আয়ের অর্ধেক, স্বেচ্ছা দান, দেয় চাঁদা, সদস্য চাঁদা এবং সংঘ অনুদান গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই অর্থের সংরক্ষণ হিসাব ও ব্যয় করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক সংঘে একজন পালক প্রধানের সহকারী থাকিবেন।

ধারা - ৬৪ : সংঘের অনুমোদিত আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘসমূহের তালিকাঃ

ক) বরিশাল আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
খ) খুলনা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
গ) যশোহর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
ঘ) দিনাজপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
ঙ) রংপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
চ) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
ছ) ঢাকা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
জ) গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
ঝ) বৃহত্তর ময়মনসিংহ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
ঞ) রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

তালিকায় উল্লিখিত ১০টি (দশ) আঞ্চলিক সংঘের বাইরে নতুন কোনো আঞ্চলিক সংঘ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সেই আঞ্চলিক সংঘ বা আঞ্চলিক সংঘসমূহ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সংবিধান

তৃতীয় অংশ

‘ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ’ সংক্ষেপে ‘চার্চ’

ধারা - ৬৫ : ব্যাপ্টিষ্ট চার্চঃ

যীশু খ্রীষ্টকে তাহাদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু এবং ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়াছেন এইরূপ উপাসকবৃন্দ দ্বারাই ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ গঠিত হইবে। স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত এই উপাসকবৃন্দ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একমাত্র বিশ্বজনীন চার্চের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনের পরিচয় বহন করেন। যাহারা সাধারণত জলে অবগাহন দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে তাহাদের বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের দ্বারা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ গঠিত হইবে।

ধারা - ৬৬ : চার্চের উদ্দেশ্যঃ

সংঘ বিশ্বাস করে যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয়, সেজন্য ঈশ্বরের প্রতি সম্মিলিত আনুগত্যের জীবনই হইতেছে বাংলাদেশে চার্চসমূহের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। চার্চসমূহ ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারে অনুপ্রেরণাদান, সহভাগিতা বৃদ্ধি, এই দেশের জনগণের মধ্যে সেবা ও সহযোগিতা বিধান এবং বিশ্বের সকল প্রান্তে সুসমাচার প্রচার করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।

ধারা - ৬৭ : সদস্য হিসাবে চার্চসমূহের মনোনীত হইবার যোগ্যতাঃ

বাংলাদেশের যে কোনো চার্চ নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ পালন করিবে তাহারা সংঘের সদস্য চার্চ হিসেবে মনোনীত হইতে পারিবে –

ক. সংঘের বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রহণ ও পালন করিবে।

খ. সংঘের সকল সিদ্ধান্ত পালন করিবে।

গ. সংঘের কাজের জন্য অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বের অংশীদার হইতে রাজি থাকিবে।

ঘ. সংঘ বিধিমালায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সংঘের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোনো চার্চ সংঘের সদস্য চার্চরূপে পরিচিত হইবে।

ধারা - ৬৮ : সদস্য চার্চ ও চার্চের সভ্য পদ

ক. কমপক্ষে একুশ জন (২১) অবগাহিত সদস্য দ্বারা নতুন একটি সদস্য চার্চ গঠিত হইবে। ২১ জনের কম সদস্য হইলে তাহারা পার্শ্ববর্তী মণ্ডলীর শাখা মন্ডলী হিসাবে বিবেচিত হইবে। তাহাদের উপযুক্ত স্থানীয় নেতৃত্ব, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল খ্রীষ্টিয় উপাসনা পরিচালনার ক্ষমতা এবং প্রকৃত খ্রীষ্টিয় সহভাগিতার আদর্শ দেখাইতে হইবে। কোনো চার্চের সদস্য সংখ্যা ২১ জনের কম হইলে সেই চার্চ আঞ্চলিক সংঘে বা সংঘে কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন না তবে অবজারভার হিসাবে একজন উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

খ. কোনো চার্চকে সংঘের সদস্য পদ লাভের জন্য আঞ্চলিক সংঘের স্বীকৃতিসহ এবং নতুন এলাকা হইলে সরাসরি সংঘের সাধারণ সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। সংঘ সাধারণ সম্পাদক উক্ত দরখাস্ত সংঘ কার্যনির্বাহি কমিটিতে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবেন।

গ. যাহারা যীশু খ্রীষ্টকে তাহাদের প্রভু ও ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস এবং ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা হিসাবে স্বীকার করিয়া জলে অবগাহন নিয়াছেন এবং চার্চের সিদ্ধান্ত অনুসারে চার্চের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া প্রৈরিতিক বিশ্বাস সূত্র ও ব্যাপ্টিষ্ট বিশ্বাস সূত্র স্বীকার

করিয়াছেন তাহারা চার্চের সভ্যপদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করিবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, একই ব্যক্তি একই সংগে দুইটি মণ্ডলীর সদস্যপদ বা দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ঘ. সংঘের সদস্য চার্চ হিসাবে বিবেচিত হইতে হইলে সংঘ সংবিধান নিয়মাবলি ধারা ৬৫, ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮ এর উপরে উল্লিখিত নিয়মাবলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে। সংঘ এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া নিয়মানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ।

ঙ. কোনো চার্চের সদস্যপদ প্রত্যাহার অথবা একটি সদস্য চার্চ কর্তৃক সংঘের নিয়মাবলি ধারা ১৬, ৬৫, ৬৬, ৬৭ ধারার যে কোন অংশ অবিশ্বাস বা অমান্য করিলে উক্ত চার্চের সদস্যপদ বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত চার্চের সংঘের কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা জমি-জমা ব্যবহারের অধিকার থাকিবে না এবং সংঘ ঐ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

ধারা - ৬৯ : চার্চের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে নিয়মিত উপাসনায় যোগদান করা।
২. প্রত্যহ বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করা।
৩. চার্চের সকল অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে যোগদান ও সহভাগিতা রক্ষা করা।
৪. চার্চের সকল নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
৫. চার্চের কাজে বিশ্বস্তভাবে দান ও দশমাংশ প্রদান করা।
৬. বাইবেলের শিক্ষানুসারে পারিবারিক পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
৭. পবিত্র বাইবেলের শিক্ষানুসারে জীবন-যাপন ও পরিবার পরিচালনা করা।

ধারা - ৭০ : চার্চ ব্যবস্থাপনা

ক. চার্চের বিশেষ পরিচর্যাকারী :

একজন পালক, একজন সহকারী পালক, একজন সম্পাদক, একজন সহ-সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন সহ-কোষাধ্যক্ষকে চার্চের বিশেষ পরিচর্যাকারী বলা হইবে। চার্চের পালক সংঘ অথবা আঞ্চলিক সংঘ কর্তৃক বিধিমালার নিয়মানুযায়ী নিয়োগ অথবা নির্বাচিত এবং বদলি অথবা বাতিল হইবেন। চার্চের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের সংঘ বা আঞ্চলিক সংঘের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

খ. চার্চের বিশেষ পরিচর্যাকারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১) চার্চের পালক

চার্চের পালক বৈতনিক অথবা অবৈতনিক হইবেন। সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘ যৌথভাবে মণ্ডলীতে পালক নিয়োগ করিবেন।

২) পালকের দায়িত্ব :

ক. চার্চের পালক বৈতনিক অথবা অবৈতনিক হইবেন।

খ. চার্চে প্রতি রবিবার যাহাতে নিয়মিত উপাসনা হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

গ. চার্চের সকল সভায় সভাপতিত্ব করা।

ঘ. চার্চের সকল পরিবার নিয়মিত পরিদর্শন করা ও খোঁজ-খবর নেওয়া।

ঙ. সান্ডেস্কুল, যুবসমিতি, মহিলা সমিতির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।

চ. চার্চের দুস্থ, পীড়িত, বিপদগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো ও তাহাদের আত্মিক ও আর্থিক সাহায্য করা।

ছ. বাইবেল ক্লাস, অবগাহন, প্রভুর ভোজ, শিশু উৎসর্গ, বিবাহ, সমাধি, প্রার্থনা সভা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও পরিচালনা দান করা।

জ. বৎসরে কমপক্ষে দুইবার চার্চে আত্মিক উদ্দীপনা সভার আয়োজন করা।

৩. চার্চের সম্পাদক / সহ-সম্পাদক

i. চার্চের সম্পাদক/সহ-সম্পাদক অবৈতনিক হইবেন।

৪. চার্চের সম্পাদক/সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব

i. চার্চের সকল কাজে পালককে সহায়তা করা।

ii. চার্চের সকল প্রকার নথি ও দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ করা।

iii. চার্চের পক্ষে সকল কর্তৃপক্ষের সহিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং দলিলপত্রাদি সম্পাদন করা।

iv. চার্চের পালকের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে পরিচারক সভা, সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভা আহ্বান করা ও সকল সভার মিনিট সংরক্ষণ করা।

v. চার্চের সকল সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা অথবা কার্যকর করিবার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

vi. প্রতি রবিবার উপাসনার জন্য গীর্জাঘর প্রস্তুত করা ও উপাসনায় নোটিশ প্রদান করা।

vii. চার্চের অন্যান্য সকল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

viii. চার্চের আয় ও ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অডিট করা এবং অডিটকৃত হিসাব আঞ্চলিক সংঘে প্রেরণ করা।

ধারা - ৭১ : চার্চে পরিচারক পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

যে সব যোগ্যতা থাকিতে হইবে সেগুলি হইলোঃ

১. পবিত্র বাইবেল পাঠ করিবার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

২. উপাসনালয়ে অথবা পারিবারিকভাবে আহুত সভায় সকলের মুখস্বরূপ হইয়া প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

৩. স্বামী বা স্ত্রী উভয়কেই সংশ্লিষ্ট চার্চের সভ্য হইতে হইবে এবং নিয়মিত প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

অযোগ্যতাঃ

১. চার্চের যে সভ্য বা সভ্যাগণ নিজ কর্মস্থলে কিংবা চার্চ, আঞ্চলিক সংঘ বা সংঘ পরিচালিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত হইয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ সাপেক্ষে অর্থ আত্মসাৎকারী হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে,

২. ব্যক্তি বা জ্ঞাত কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ হিসেবে অর্থ গ্রহণ করিয়া চুক্তি মোতাবেক ঋণের অর্থ পরিশোধ না করিয়া ঋণ খেলাপি হিসেবে প্রমাণ রাখিয়াছে,

৩. অন্যের আর্থিক ক্ষতি সাধন করিয়াছে বা আর্থিক ক্ষতি সাধন করিতে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া অধিকাংশ সভ্যের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে,

৪. চার্চ ক্যাম্পাসে, চার্চ বা পরিচারক সভায় কিংবা আঞ্চলিক সংঘ বা সংঘের কোনো কাজে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য মামলা-মোকদ্দমা বা গোলযোগ সৃষ্টিকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে,

৫. নেশাজাতীয় পানীয় বা অন্য কোনো দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে অথবা নারীঘটিত বা অন্য কোনো অনৈতিক কাজে জড়িত হইয়াছে বলিয়া সকলে জ্ঞাত হইয়াছে,

৬. একের অধিক স্বামী বা স্ত্রী বিদ্যমান রহিয়াছে।

৭. অন্য ধর্মাবলম্বী কারও সাথে বসবাস বা সংসার স্থাপন করিলে তাহাদের পরিবারের কেউ চার্চের কোনো দায়িত্বে আসিতে পারিবে না।

ধারা - ৭২ : চার্চের পরিচারক পরিষদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক. চার্চের নিয়মিত রবিবাসরীয়, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়ন করা।

খ. প্রতিমাসে একবার পরিচারক সভা, প্রতি ছয় মাসে একবার চার্চ সভার আয়োজন করা।

গ. চার্চ সংক্রান্ত সকল বিষয় পরিচারক পরিষদ সভায় আলোচনা ও অনুমোদন সাপেক্ষে চার্চ সভায় উপস্থাপন করা।

ঘ. নিয়মিত পরিবার পরিদর্শন ও পারিবারিক প্রার্থনা সভা-সহ মাণ্ডলিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

ধারা - ৭৩ : চার্চের পরিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্বাচনঃ

ক. প্রতি চার্চে প্রতি দশজন সভ্যের জন্য একজন পরিচারক নিযুক্ত হইবেন।

খ. একটি চার্চে কমপক্ষে পাঁচজন ও সর্বাধিক পঁচিশ জন পরিচারক/পরিচারিকা থাকিবে।

গ. যে চার্চে কমপক্ষে দশজন পরিচারক অথবা একশত জন সদস্য থাকিবে কেবলমাত্র সেই চার্চে সহ-পালক, সহ-সম্পাদক ও সহ-কোষাধ্যক্ষ পদ থাকিতে পারিবে।

ঘ. চার্চের সকল ভোটারের ভোটের ভিত্তিতে তাহাদেরকে নির্বাচিত হইতে হইবে।

ঙ. পরিচারকদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫% মহিলা সদস্য থাকিতে হইবে।

চ. সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও পরিচারক/পরিচারিকাগণ অবৈতনিক হইবেন।

ছ. সংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল চার্চের নির্বাচন এই বিধিমালা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। কোনো চার্চে বহুদিন যাবৎ চলে আসা কোনো প্রথা বলবৎ থাকিলে এবং তাহা এই বিধিমালার কোনো অংশের পরিপন্থি হইলে সেই প্রথা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা - ৭৪ : সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও পরিচারক/পরিচারিকা নির্বাচনঃ

ক. প্রতি দুইবছর পরপর চার্চের পরিচারক পরিষদ নির্বাচন হইবে।

খ. যে চার্চে পাঁচজন কিংবা পাঁচজনের কম পরিচারক/পরিচারিকা, সেই চার্চে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সভ্য-সভ্যাগণ দ্বারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

গ. কিন্তু যে চার্চে পাঁচজনের অধিক পরিচারক/পরিচারিকা থাকিবে সেই চার্চে প্রথমে পরিচারক/পরিচারিকা নির্বাচিত হইবেন।

ঘ. পরবর্তীতে পরিচারক/পরিচারিকাগণ তাহাদের মধ্য হইতে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন।

চ. পরিচারক পরিষদ নির্বাচন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন-সহ সকল নির্বাচনে এবিসিএস বা সংঘ স্বীকৃত পালকের সভাপতিত্বে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

ছ. পরিচারক পদ শূন্যতা কেবল চার্চের সাধারণ সভার মাধ্যমে তা পূরণ করা যাবে।

ধারা - ৭৫ : চার্চ সভা ও পরিচারক সভা

ক. প্রতি ৬ মাসে অন্তত একবার চার্চের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভ্যগণের ১০% উপস্থিত হইলেই কোরাম হইবে। প্রতি চার্চ সভায় ও পরিচারক সভায় কোষাধ্যক্ষ চার্চের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিবেন।

খ. ইহা বাঞ্ছনীয় যে, প্রতি মাসে একবার পরিচারকদের সভা হয় এবং এই সকল সভাতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা যে সকল বিষয় বিবেচনা করা হইবে, সেই সকল বিষয়ের রিপোর্ট পরবর্তী চার্চ সভায় উপস্থিত করিতে হইবে।

ধারা - ৭৬ : চার্চের কার্যাবলী

ক. চার্চের দায়িত্ব খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা, সকল সভ্যকে খ্রীষ্টের আদর্শে জীবন যাপন করিতে উৎসাহ দান করা, যেন তাহারা প্রতিবেশীর নিকট উত্তম খ্রীষ্টিয় আদর্শ দেখাইতে পারেন। যাহারা বিশ্বাসে দুর্বল – তাহাদিগকে প্রেম, যত্ন ও সহনশীলতার মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া ও খ্রীষ্টের সহভাগিতায় প্রতিষ্ঠিত করা। বিপদগ্রস্ত ও শোকার্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। অবগাহনের জন্য প্রস্তুত করা, বিবাহের বন্দোবস্ত করা, নিয়মিত উপাসনার ব্যবস্থা করা, সান্ডেস্কুলের বন্দোবস্ত করা ও চার্চের সকলকে নিয়মিতভাবে সঠিক শিক্ষা দেওয়া।

খ. চার্চ ও চার্চের সভ্যগণ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ এবং বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সকল দেয় এবং নির্ধারিত চাঁদা/ফিস পরিশোধ করিবেন। চার্চ সকল আয়ের (প্রভুর ভোজের দান ছাড়া) অর্ধেক পালকীয় তহবিলে দিবেন।

গ. চার্চের দ্বি-বার্ষিক সভা ও নির্বাচন প্রথম তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবে। অন্তত এক মাস পূর্বে মিটিং-এর নির্ধারিত তারিখ উপাসনালয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সভ্য/সভ্যাগণকে জানাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সভায় যোগদান করিতে আহ্বান করিতে হইবে। সম্পাদক পরিসংখ্যানসহ চার্চের বাৎসরিক রিপোর্ট দিবেন এবং কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব দিবেন। ইহা বাঞ্ছনীয় যে, দ্বিবাৎসরিক

সভায় চার্চের পালক সভাপতি থাকিবেন এবং এ সভায় চার্চের নির্বাচন কার্য সম্পন্ন হইবে।

ঘ. চার্চের নিয়মিত সভা অথবা পরিচারক সভার সিদ্ধান্ত ছাড়া, চার্চের কোনো অর্থ ব্যয় করা হইবে না।

ঙ. চার্চের সম্পাদক/সহ-সম্পাদক চার্চের সভার ও পরিচারক সভার মিনিট রক্ষা করিবেন।

চ. সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘের অনুমতি ব্যতীত চার্চ কোনো পালক নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

ছ. চার্চের সকল জমি বা সম্পত্তি যাহা সংঘ ক্রয় করিয়াছেন তাহা বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ বা ট্রাষ্ট এসোসিয়েশন এর নামে থাকিবে এবং ঐ জমি-জমায় কোনো প্রকার নির্মাণ কাজ, ভাড়া দেওয়া বা অন্য কোনো প্রকারে ব্যবহার করিতে হইলে সংঘের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হইবে।

জ. চার্চ তাহার অধীন সভ্য/সভ্যাদের কিংবা পরিবারকে চার্চগতভাবে শাসন করিতে পারিবেন।

ঝ. সংঘ এবং আঞ্চলিক সংঘের সকল বলবৎ সিদ্ধান্ত চার্চ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ঞ. অন্তত বৎসরে একবার চার্চ সদস্য সংখ্যা, জনসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, অবগাহন, সান্ডেস্কুল, প্রার্থনা সভা, মহিলা সভা, যুব সমিতির সভা ও বাইবেল ক্লাস ইত্যাদির পরিসংখ্যান তৈরি করিয়া সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘ অফিসে পাঠাইতে হইবে।

ট. যদি কেহ চার্চের সভ্য হইতে চাহেন, যিনি অন্য একটি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের সভ্য ছিলেন, তাহা হইলে তিনি তাহার পূর্ববর্তী চার্চের সম্পাদকের নিকট হইতে একটি ছাড়পত্রসহ চার্চে দরখাস্ত করিবেন। উক্ত ব্যক্তির সভ্যপদ গ্রহণের বিষয় চার্চ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

ঠ. যে চার্চে বিশ্বাসীর অবগাহন নাই, এইরূপ একটি চার্চের যিনি পূর্ণ সভ্য ছিলেন, তিনি যদি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের সভ্য হইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে জলে অবগাহন দ্বারা তাহাকে সভ্যপদে গ্রহণ করা হইবে। যদি তিনি তাহা না চাহেন এবং তিনি যদি তাহার নিজ চার্চে আদর্শ ও পূর্ণ সভ্য থাকেন তাহা হইলে তাহাকে সভ্যপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, তাহারা চার্চ, আঞ্চলিক সংঘ বা সংঘে কোনো পদে আসিতে হইলে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।

ড. যদি কেহ চার্চে কোনো পদের আকাঙ্ক্ষা করেন বা চার্চের প্রতিনিধিত্ব করিতে চাহেন, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে সংঘের অধীন চার্চের সভ্য হইতে হইবে।

ঢ. চার্চ ইহার সকল কার্যে পবিত্র আত্মার পরিচালনা লাভের চেষ্টা করিবেন এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী চার্চের কার্যনির্বাহ করা হইবে। মতানৈক্য ঘটিলে পালক, পরিচারক ও চার্চের সভ্যগণ ঐকমত্য লাভের জন্য উদারতা ও সহিষ্ণুতার সহিত একাগ্র চেষ্টা করিবেন। সংখ্যালঘুদের মতামত বিবেচনা না করিয়া সহজেই তাহাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করিবেন না।

ধারা - ৭৭: চার্চের শাসন

"যাহারা পাপ করে, তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ কর, যেন অন্য সকলেও ভয় পায়" (১ তিম ৫:২০)।

ক. সংঘের বলবৎ সংবিধান/নীতিমালা এবং সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘের সিদ্ধান্ত অমান্য করিলে।

খ. চার্চ/যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থ তছরুপ ও আত্মসাৎ করিলে।

গ. প্রতিবেশীর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করিলে।

ঘ. বিবাহ বিচ্ছেদ (ব্যভিচার দোষ ব্যতীত), ২য় বিবাহ বা

ব্যভিচার জনিত অপরাধ করিলে।

ঙ. পর পর ছয় মাস প্রভুর ভোজ গ্রহণ না করিলে।

চ. পর পর দুই বছর সভ্য চাঁদা পরিশোধ না করিলে।

ধারা - ৭৭-এর ক ও ঘ লঙ্ঘন করিলে তাহার সদস্যপদ খারিজ হইবে এবং খ,গ,ঙ,চ-এর যে কোনো একটি লঙ্ঘন করিলে নিষ্ক্রিয় সদস্য হইবে, এক্ষেত্রে তার কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না এবং সে কোনো পদে প্রার্থী হইতে পারিবে না।

প্রকাশনায়: বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬